Reg. No. DA.—142

এই সংখ্যায় আছে—

		পৃষ্ঠা
ইসলাম বনাম নেজামে ইসলাম (২)	....	১ ,,
ইসলামের মূলে কঠারাঘাত করিও না	....	২ ,,
বয়ানুল-কুরআন	....	৩-৪ ,,
আমার শিক্ষা	....	৫-৬ ,,
প্রয়োজন ও পর্দা	....	৭-৮ ,,
তৌহিদের আহ্বান	....	৮-৯ ,,
আখবার আহমদীয়া	....	৯ ,,
পাঞ্জাবের দাঙ্গা তদন্ত আদালতে রিপোর্ট		১০-১২ ,,
হাদীস সংগ্রহ	....	১২ ,,

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জুমানের মুখপত্র।

জুলাই, '৫৪ ; শ্রাবন, ১৩৬১

নব পর্য্যায়—৮ম বর্ষ, | Fortnightly Ahmadi, July, '54 | ৫—৬ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

ইসলাম বনাম নেজামে ইসলাম (২)

প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি, 'নেজামে ইসলাম' আন্দোলনকারীদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছেন ; (ক) রাজনৈতিক ক্ষমতা-শিকারী চতুর লোক, এবং (খ) ইসলাম সেবার পবিত্র উত্তম ও আগ্রহশীল সরল জনসাধারণ ও মৌলবী মৌলানা সাহেবান। আরও বলিয়াছি, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সহিত আহমদীর কোন সংস্রব নাই ; সুতরাং (ক) শ্রেণীর সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিব না। তাঁহাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিগণই যথাসময়ে তাঁহাদের কার্য্যকলাপের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিবেন। (খ) শ্রেণীর উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব প্রবন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছি ; এই প্রবন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিব।

ইসলামকে একটি সৌধের সহিত তুলনা করিয়া হজরত রসুলে করীম ছঃ আঃ অছাল্লাম বলিয়াছেন যে তিনি ছিলেন এই সৌধের "শেষ ইট"। সংক্ষেপে এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে কোরআন পরিপূর্ণ ব্যবস্থা ; কেয়ামত পর্য্যন্ত আর কোন অতিরিক্ত শিক্ষার আবশ্যক হইবে না ; কেয়ামত পর্য্যন্ত কোরআনের কোন শিক্ষা অচলও হইবে না।

অপর মুসলমান সম্প্রদায় সমূহের ন্যায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ও আঁ হজরত ছঃ আঃ অছাল্লামকে 'শেষ ইট' জ্ঞান করেন। কোরআনের শিক্ষার বহির্ভূত কোন কিছুই আহমদীদের মধ্যে নাই। তাহাদের ঘোর বিরোধী শত্রুগণও একথা অস্বীকার করিতে পারে না।

কোরআন এবং কোরআনের ব্যাখ্যা বা তফসীর এক কথা নহে। কোরআন সর্ব্বত্রই এক, কিন্তু কোন দুইখানা তফসীরই হুবহু এক নহে। একই সম্প্রদায়ের দুইজন তফসীর লেখকও কোরআনের সকল আয়েতের হুবহু একই অর্থ করেন না। সুতরাং কোরআনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ দেখিলে তাহা লইয়া ধীরভাবে গবেষণা করাই ঈমানদারের কাজ।

দুঃখের বিষয়, গত চৌদ্দ শত বৎসরের ইতিহাসে আলেমদের মধ্যে ধীরভাবে গবেষণা করার পরিবর্ত্তে একে অপরকে কাফের সাব্যস্ত করার আগ্রহটাই ছিল প্রবল। মুসলিম জগতের এমন কোন শীর্ষস্থানীয় বুজুর্গ নাই, যাহাকে তাঁহার সমসাময়িক বিরুদ্ধবাদী আলেমগণ কাফের সাব্যস্ত করে নাই। পরবর্ত্তী কালে অবশ্যই মুসলিম সমাজ এই বুজুর্গানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলই হইয়াছে বেশী। জীবদ্দশায় ইহাদিগকে মানিয়া লইলে যে কল্যাণ হওয়া সম্ভব হইত, পরবর্ত্তী কালে তাহার অতি সামান্য অংশই সম্ভব হইয়াছে। পক্ষান্তরে পরবর্ত্তীকালের অতিভক্তগণ ভক্তির আতিশয্যে ও জ্ঞানের অভাবে এই বুজুর্গদের কবর পূজা আরম্ভ করিয়াছে এবং তাঁহাদের কারামত সম্বন্ধে অলীক কাহিনী প্রচার করিয়া মুসলমান সমাজকে গোমরাহ করিয়াছে।

আহমদীদের সহিত অপর সম্প্রদায়ের মতভেদ কোরআনের তফসীর করা সম্বন্ধে বই অন্য কোন বিষয়ে নহে। এই মতভেদ মীমাংসার জন্য চাই ধীরভাবে আলোচনা ও গবেষণা করার। নেজামে ইসলাম আন্দোলনের ধর্ম্মপিপাসু ভাইগণকে আলোচনা ও গবেষণার জন্য সাদর আহ্বান জানাইতেছি। এ আহ্বান অবশ্যই বাহাস মুবাহেসার নামে দঙ্গল সৃষ্টির আহ্বান নহে। যাহারা ইসলামের বিজয় ও মুসলমাদের মঙ্গলকামী, যাহারা ফেৎনা ফাসাদকে ঘৃণা করেন, বন্ধুভাবে শুধু তাহাদিগকেই আহ্বান জানাইতেছি।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি যে আমরা যাহারা এই আহ্বান জানাইতেছি, তাহাদের প্রায় কেহই জন্মগতভাবে বা উত্তরাধিকার সূত্রে আহমদী নহে। কম বেশী তাহারাও এক সময়ে আহমদী বিরোধী ছিল। আলোচনার পর যখন তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে আহমদীয়া মতবাদই বর্ত্তমান যুগে ইসলামের বিজয় ও মুসলমান জাতির উত্থানের জন্য আসমান জমিনের মালিক খোদার নির্দ্দিষ্ট একমাত্র পথ, তখনই তাহারা এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছে। আমরা উভয় পক্ষের কথাই জানি। আমাদের সহিত আলোচনা করিলে ইসলামের হিতাকাঙ্খী বন্ধুগণ একাধিকভাবে উপকৃত হইবেন।

আলেম নামধারী অনেকেই আহমদীয়া জামায়াতের বিরুদ্ধে নিছক মিথ্যা প্রচারণা করিতেছে। আমাদের সহিত আলোচনা করিলেই এই সকল মিথ্যার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইতে পারে।

কোরআন-বিরোধী কোন তফসীর কোন মুসলমানই গ্রহণ করিতে পারেন না। আমরা গয়ের আহমদী আলেমদের যে সকল কথা অস্বীকার করি, তাহার সপক্ষে আমাদের একমাত্র দাবী এই যে উহা কোরআন বিরোধী। আমাদের এই দাবী সঠিক কি না, আমাদের সহিত আলাপ করিলেই তাহা বিচার করা সম্ভব।

আল্লাহ সকল মানুষকেই বিবেক দিয়াছেন। তবে ইহা ঢাকা পড়িতে পারে প্রথমতঃ সঠিক জ্ঞানের অভাবে ; দ্বিতীয়তঃ 'নফসে আম্মারা' বা কাম, ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা অহঙ্কার প্রভৃতি রিপুর কারণে। যুক্তির আলোকে দুই পক্ষ ধীরভাবে আলোচনা করিলে বিবেকের সাহায্যে সত্যের আলোক পাওয়া সম্ভব হয়। আমরা যে কথাকে কোরআন বিরোধী মনে করি, আলোচনার ফলে তাহা যদি কোরআন-সম্মত বলিয়া প্রমাণিত হয়, অবশ্যই আমাদের বিবেক আমাদিগকে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য করিবে। আপনাদের সম্বন্ধেও ইহাই আমাদের ধারণা। এই কারণেই আলোচনার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

বন্ধুগণ, লিল্লাহ ভাবিয়া দেখুন, আহমদীয়াদের বিরুদ্ধে গত বৎসর পশ্চিম পাকিস্তানে যে ভয়াবহ হাঙ্গামা হইয়া গেল, উহার পশ্চাতে যুক্তি ও শালীনতা কতটা ছিল ? আর কতটাইবা ছিল নফসে আম্মারার অপবিত্র জোশ ? উহার ফলই বা কি হইয়াছে ? হয়ত ঐ হাঙ্গামাকারীদের মধ্যে এখনও এইরূপ বহু লোক আছে যাহারা নূতন হাঙ্গামা সৃষ্টির নূতন পরিকল্পনা উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত আছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এইরূপ হাঙ্গামার ফলে কখনও কোনও ধর্ম্মীয় আন্দোলন নির্ম্মূল হয় নাই। ভবিষ্যতেও ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং হাঙ্গামার পরিবর্ত্তে ধীরভাবে আলোচনার আমন্ত্রণ জানাইতেছি।

আল্লাহ আমাদিগকে সুবুদ্ধি দিন। আমীন।

ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করিও না

—('খাতামান-নবীঈন' ১৪৪—১৫৩ পৃঃ হইতে উদ্ধৃত)

ঈসা ইবনে মরিয়ম মৃত অথবা জীবিত, এই প্রশ্ন লইয়া চুলচেরা বিচারের আবশ্যকতা কি? জনাব * * * জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "তারপর হজরত ঈসার যদি মৃত্যুই ঘটিয়া থাকে, তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি 'এবং কাদিয়ানী সাহেবানের লাভ কি?"

সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর এই যে লাভ উভয়েরই বরং সমগ্র মানব জাতির; ক্ষতি কাহারও নাই।

ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য আল্লার মনোনীত ধর্ম্ম। কোরআনের প্রত্যেকটি উক্তিই বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য। যত গণ্ডগোলের মূলে রহিয়াছে মৌলানা সাহেবানের সঙ্কীর্ণ মানসিকতা; তাহাদের এই 'আমাদের' 'তোমাদের' মনোবৃত্তি। "সত্য ঈমানদারের হারাণ ধন; যেখানে পাও সেখান হইতেই উহা গ্রহণ কর"।

ঈসা ইবনে মরিয়মের মৃত্যু সম্বন্ধে ভুল ধারণা প্রচার করিয়া মৌলানা সাহেবান ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান, এই তিনটি জাতিকে ঐশী আলোক গ্রহণে বঞ্চিত করিতেছেন; এবং ইসলাম প্রচার অসম্ভব করিতেছেন। একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের বিস্তৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করুন।

ইহুদি জাতির পতনের কারণ

ইহুদি জাতির উদ্ধারের জন্য আল্লাহ ঈসা ইবনে মরিয়মকে পাঠাইয়াছিলেন। যে সকল কারণে তাহারা ঈসা ইবনে মরিয়মকে গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহার মধ্যে একটি প্রধান কারণ ছিল তাঁহার ক্রুশে নিহত হওয়ায় ভুল ধারণা। তওরাতে আছে, "He that is hanged is accursed of God—যাহাকে ক্রুশে লটকাইয়া নিহত করা হয়, সে বিধাতার অভিশাপগ্রস্ত।" তওরাতের এই উক্তি অনুসারে ইহুদিগণ বলে, যেহেতু ঈসা ইবনে মরিয়মকে আমরা ক্রুশে নিহত করিতে সক্ষম হইয়াছি, সে আল্লার অভিশাপগ্রস্ত; তাহার পক্ষে তওরাতের প্রতিশ্রুত আল-মসীহ হওয়া সম্ভব নহে। কোরআন করীমে ইহুদি জাতির এই দাবী উদ্ধৃত হইয়াছে এবং প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিয়া এই দাবী খণ্ডন করা হইয়াছে।

খৃষ্টানদিগের পতনের কারণ

খৃষ্টানগণ ইহুদি জাতির এই দাবী স্বীকার করে। তাহারা বলে, মানুষমাত্রই পাপী; যীশু ছিলেন নিষ্পাপ; কারণ, তিনি ছিলেন "ঈশ্বরের একমাত্র জাত পুত্র—"Only begotten son of God" আদমের "আদি পাপ" হইতে একমাত্র যীশু ব্যতীত আর কেহই মুক্ত নহে। ক্রুশে মরণের অভিশাপ বরণ করিয়া যীশু 'আদি পাপের' প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছেন। তাঁহার ক্রুশে মরণ বিশ্বাস কর, 'আদি পাপ' হইতে মুক্তি পাইবে। এই বিশ্বাস খৃষ্টান জাতিকে পথহারা করিয়াছে।

মুসলমান কর্ত্তব্য করে নাই

ইহুদি ও খৃষ্টান জাতির এই ভুল ধারণা দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে সত্য পথ দেখাইবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ কোরআন করীমে ক্রুশের ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। অন্যথা, কোরআন করীমে এই ঘটনা বর্ণনা করার কোনই সার্থকতা নাই। মৌলানা সাহেবান আল্লার বর্ণনার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। ইহুদি ও খৃষ্টানদিগকে সত্য বুঝিতে সহায়তা করা ত দূরের কথা, তাহারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হইয়াছেন।

ক্রুশের ঘটনার সাক্ষ্য কাহারা?

ঈসা ইবনে মরিয়ম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আঁ হজরতের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, পালেষ্টাইন দেশে, ইহুদি জাতির মধ্যে। যে সকল ইহুদি তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, তাহারা অদ্যাবধি ইহুদি নামে পরিচিত; এবং যাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা খৃষ্টান নামে অভিহিত। এই দুইটি জাতিই ক্রুশের ঘটনার সাক্ষি। আরব বা অন্য কোন জাতি এই ঘটনার সাক্ষি নহে। ইহুদি ও খৃষ্টান জাতি এ বিষয়ে যাহা বলে, জগত তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। ছয় শত বৎসর পরে আরব বা অপর কোন দেশের কোন ব্যক্তি ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতিরেকে এই দুই জাতির কথার বিরোধী কথা বলিলে জগৎ তাহা স্বীকার করিতে পারে না। ইহুদি জাতি বলে, আমরা যীশুকে ক্রুশে নিহত করিয়াছি। খৃষ্টানগণ স্বীকার কার, ইহুদি জাতি তাঁহাকে ক্রুশে নিহত করিয়াছে। ছয় শত বৎসর পরে একজন আরববাসী বলেন, যীশু ক্রুশে নিহত হন নাই। লোকে এই কথা বিশ্বাস করিতে পারে কিরূপে? মৌলানা সাহেবান হয় ত বলিবেন, লোকে বিশ্বাস করুক বা না করুক, তাহাতে আসে যায় কি? যেহেতু আল্লাহ বলিয়াছেন যে ইহুদি জাতি তাঁহাকে হত্যা করে নাই, ক্রুশেও দেয় নাই, ইহাই সত্য কথা; এবং আমরা ইহাই বিশ্বাস করিব। তাহারা চিন্তা করিয়া দেখেন না যে, সমগ্র মানবজাতিকে বিশ্বাস করাইবার জন্যই ত আল্লাহ এই কথা বলিয়াছেন। অন্যথা, এই ঘটনার ধর্ম্মীয় সার্থকতা কি? কোরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনার সপক্ষে যদি ঐতিহাসিক প্রমাণ না দিতে পার, কোরআন-বিরোধী কথা যদি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে কোরআনের ঐশী বাণী হওয়া সপ্রমাণ করিবে কিরূপে? জগৎ এক কথায় তোমার মুখ বন্ধ করিয়া দিবে,—যে পুস্তক ইতিহাস-বিরুদ্ধ কথা মানাইতে চায় তাহা ঐশী বাণী হইতে পারে না।

ফল কথা, ক্রুশের ঘটনা সম্বন্ধে মৌলানা সাহেবানের ধারণা ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে।

ইহুদি জাতির দাবী

ইহুদি জাতি দাবী করে "আল্লার রসুল ও আল-মসীহ হইবার দাবীদার মরিয়মের পুত্র ইসাকে আমরা নিশ্চয়ই নিহত করিয়াছি।" (সুরা নেসা, রু ২৩)।

ইহুদী জাতির দাবীর দৃঢ়তা লক্ষ্য করুন। তাহারা বলে, "আমরা নিশ্চয়ই হত্যা করিয়াছি"। হত্যাকারীর হত্যার দাবীর এই দৃঢ়তা নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যবিহীন নহে। তওরাত অনুসারে যীশুকে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যেই ইহুদি জাতির এই দৃঢ়তা। তাহারা কাহাকে হত্যা করিয়াছে? অপর কাহাকেও নহে; "আল্লার রসুল ও আল-মসীহ হইবার দাবীদার মরিয়মের পুত্র ঈসাকে"। খৃষ্টধর্ম প্রবর্ত্তকের এতদপেক্ষা বেশী পরিচয় দেওয়া অসম্ভব।

কোরআনের উত্তর

"তাহারা তাঁহাকে হত্যা করে নাই, ১ক্রুশেও নিহত করে নাই; তবে তাহাদের নিকটে ২সন্দেহজনক (বা নিহতবৎ) হইয়াছিল। এ বিষয়ে তাহারা পরস্পর মতভেদ করিয়াছে; (সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যায়,) তাহারা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে আছে; অনুমানের অনুসরণ করে বই এ বিষয়ে আদৌ তাহাদের প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান নাই; সত্য কথা এই যে তাহারা নিশ্চয়ই তাঁহাকে হত্যা করে নাই। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাঁহাকে ৩নিজের দিকে উন্নীত করিয়াছেন; আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাবান; এবং প্রত্যেক আহলে-কেতাব ৪তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ৫ইহা বিশ্বাস করিবে; এবং কেয়ামতের দিন ৬তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হইবেন।" (সুরা নেসা, রু ২২)।

এই অনুবাদের ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ চিহ্নিত স্থলে ঈসা ইবনে মরিয়মের আকাশে আরোহণবাদিগণ কয়েকটি তর্ক উপস্থিত করেন।

১'মা ছালাবুহু'

'মা ছালাবুহু' অর্থ তাঁহারা তাহাকে ক্রুশে দেয় নাই, অর্থাৎ ক্রুশে নিহত করে নাই। ফাঁসী দেওয়া অর্থ ফাঁসীতে নিহত করা। ফাঁসীর দড়ি গলায় পরাইবার পরে কোন কারণে নিহত না করিয়া ছাড়িয়া দিলে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে বলা যায় না; ফাঁসী হয় নাই বলা যায়। ক্রুশ সম্বন্ধেও এই একই কথা।

২'শোব্বেহা লাহুম'

'শোবেহা' অর্থ সন্দেহজনক হইয়াছিল; সম-আকৃতি বিশিষ্ট হইয়াছিল। উভয় অনুবাদই সিদ্ধ। তবে যে কোন অনুবাদই গ্রহণ করা হউক না কেন, অর্থ একই দাঁড়ায়। "তাহারা তাঁহাকে হত্যা করে নাই, ক্রুশেও নিহত করে নাই।" তবে ইহুদিগণ এ দাবী করে কেন? তাহাদের দাবী কি ভিত্তিহীন? না, ভিত্তিহীন নহে; তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে চড়াইয়াছিল, এবং তাহাদের নিকটে তিনি নিহতবৎ বোধ হইয়াছিলেন, বা নিহত বলিয়া তাহাদের সন্দেহ হইয়াছিল।

একটি চমকপ্রদ কেচ্ছা

'শোব্বেহা লাহুমের' ব্যাখ্যায় মৌলানা সাহেবান একটি চমকপ্রদ কেচ্ছা শুনাইয়া থাকেন। কথিত হয়, পুলিশ যখন ঈসা ইবনে মরিয়মকে ধরিতে আসে, আল্লাহ তখন লোকদিগের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে আকাশে উত্তোলন করেন, এবং অপর এক ব্যক্তিকে তাহার রূপে রূপান্তরিত (শবীহ বা হামশেকেল) করেন। পুলিশ এই কৃত্রিম ঈসা ইবনে মরিয়মকে আদালতে হাজির করে; আদালতে

(৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বয়ানুল-কুরআন

পবিত্র কুরআনের সরল বঙ্গানুবাদ

ছুরা বকরা মদীনায় অবতীর্ণ ৯

বিছমিল্লাহ সহ ইহাতে ২৮৭ আয়াত এবং ৪০ রুকু আছে

১ রুকু ৮ আয়াত ১—৮

১। অযাচিত অনন্ত করুণাকর পুনঃ পুনঃ পরম দয়াকর আল্লার নাম লইয়া (কুরআন পাঠ করিতেছি)

২। আমি আল্লাহ অধিকতম জ্ঞানী ১০

৩। ইহাই পূর্ণতম (ধর্ম্ম) গ্রন্থ (আল্লার কালাম) ইহাতে কোন সন্দেহ নাই মুওকিগণের জন্য পথ প্রদর্শক ১১

৪। যাহারা গয়বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, নমাযকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা হইতে (আল্লার উদ্দেশ্যে) ব্যয় করে। ১২

৫। এবং যাহারা তোমার উপর যাহা নাযিল করা গিয়াছে এবং তোমার পূর্ব্বে যাহা নাযিল করা গিয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখিরতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। ১৩

৬। তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে সমাগত হেদাতেয়র উপর অধিষ্ঠিত এবং একমাত্র তাহারাই সফলতা লাভের অধিকারী।

৭। নিশ্চয় যাহারা (সমাগত নবীকে) প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদিগকে (তাহাদের পরিণাম সম্বন্ধে) ভয় প্রদর্শন কর বা না কর উভয়ই তাহাদের নিকট সমান তাহারা ঈমান আনয়ণ করিবে না।

৮। আল্লাহ তাহাদের হৃদয়ের উপর এবং তাহাদের কর্ণের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষের উপর পর্দ্দা পড়িয়া গিয়াছে। ফলে তাহাদের জন্য এক মহা শাস্তি (নির্দ্ধারিত) আছে। ১৪

২ রুকু ১৩ আয়াত ৯—২১

৯। কোন কোন মানুষ এমনও আছে যাহারা মুখে বলে আমরা আল্লার উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি অথচ তাহারা প্রকৃতপক্ষে কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী নহে।

১০। তাহারা (মৌখিক ঈমান প্রকাশের দ্বারা) আল্লাহ এবং মুমিনগণের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিতেছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাহারা নিজদিগকেই প্রতারিত করিতেছে এবং তাহারা (মোটেই ইহা) উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না।

১১। তাহাদের হৃদয়ে (সংস্কারের মোহ ধার্ম্মিকতার ভান, প্রাধান্যের অভিমান প্রভৃতি) রোগ ছিল। আল্লাহ (নবী প্রেরণ করিয়) তাহাদের রোগকে (আরও) বাড়াইয়া দিলেন এবং মিথ্যা বলার ফলে তাহারা বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ করিবে।

১২। যখন তাহাদিগকে বলা হয় তোমরা পৃথিবীতে উপদ্রব করিও না তখন তাহারা বলে আমরাও শান্তিরই প্রয়াসী।

১৩। জানিয়া রাখ উহারাই অশান্তির জনক কিন্তু তাহারা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় তোমরাও সেইভাবে ঈমান আনয়ণ কর যেভাবে অন্য লোক ঈমান আনিয়াছে। তাহারা বলে আমরা কি নির্ব্বোধগণের মত ঈমান আনয়ণ করিব। জানিয়া রাখ প্রকৃত পক্ষে তাহারাই বোকা ; কিন্তু তাহারা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না।

(২) —মুমতায আহমদ

মুবাল্লিগ, সদর আঞ্জুমন আহমদীয়া

১৫। এবং যখন তাহারা মুছলমানদের সহিত মিলিত হয় তখন বলে আমরা ত এই রছুলকে মান্য করি এবং যখন তাহাদের দুষ্ট দলপতিদের সহিত নিভৃতে মিলিত হয় তখন বলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমরা তাহাদের সহিত শুধু বিদ্রূপ করিয়া থাকি।

১৬। আল্লাহ তাহাদিগকে বিদ্রূপের প্রতিফল দান করিবেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতার মধ্যে ছাড়িয়া দিবেন তাহারা উদ্ভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করিবে।

১৭। এই সমস্ত লোক সত্যপথের বিনিময়ে বিপথকে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের সওদা লাভজনক হয় নাই এবং (হইবেই বা কিরূপে) তাহারাত সৎপথগামী নহে।

১৮। তাহাদের উপমা এইরূপ যেমন কেহ অগ্নি প্রজ্জলিত করিল যখন তাহার অগ্নি তাহার চতুর্দ্দিক আলোকিত করিল আল্লাহ তাহাদের আলোকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে গভীর অন্ধকারে ছাড়িয়া দিলেন (এখন) তাহারা কিছুই দেখিতে পাইতেছে না।

১৯। তাহারা (জ্ঞানের দিক দিয়া) বধির, এবং মূক এবং অন্ধ অতএব তাহারা (কপটতা হইতে) প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে না।

২০। তাহাদের অন্য দলের উপমা এইরূপ যেমন মেঘমালা হইতে মূষলধারে বারিবর্ষণ হইতেছে যাহার মধ্যে ঘোর অন্ধকার মেঘ গর্জ্জন ও চপলাচমক রহিয়াছে। তাহারা বিদ্যুৎ পাতে মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কায় স্বীয় আঙ্গুলগুলি কাণে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে এবং এবং আল্লাহ কাফেরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

২১। চপলাচমক তাহাদের চক্ষুগুলি ছোঁ মারিয়া নেওয়ার উপক্রম হইয়াছে। যখনই উহা তাহাদের নিকট আলোকিত হইয়া উঠে অমনি তাহারা চলিতে থাকে এবং যখন উহা তাহাদিগকে অন্ধকারে ফেলিয়া দেয় তখনই তাহারা ক্ষান্ত হইয়া দাঁড়ায় এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে নিশ্চয়ই তাহাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিতেন। আল্লাহ (তাহার) প্রত্যেক (অভিপ্রেত) বিষয়ের উপর সম্যক শক্তিমান।

৩ রুকু ৯ আয়াত ২২—৩০

২২। হে মানব! তোমরা স্বীয় প্রভুর এবাদত কর যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। নিশ্চয় তোমরা (সর্ব্ববিধ অমঙ্গল হইতে) বাঁচিতে পারিবে।

২৩। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে শয্যা ও আকাশকে ছাদরূপে প্রস্তুত করিয়াছেন এবং মেঘমালা হইতে জলধারা বর্ষণ করতঃ উহা দ্বারা তোমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী নানাবিধ ফল উৎপন্ন করিয়াছেন। অতএব তোমরা জানিয়া বুঝিয়া আল্লার সমকক্ষ দাঁড় করিও না।

২৪। আমরা আমাদের গোলাম (মুহাম্মদ)এর উপর যাহা নাযিল করিয়াছি তাহাতে যদি তোমরা (আল্লার কালাম হওয়া সম্বন্ধে) সন্দেহে পতিত হইয়া থাক তবে উহার একটি সমতুল্য কালাম আনয়ণ কর এবং এই কাজে সাহায্যের জন্য আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের উপাস্যদিগকে আহ্বান কর।

২৫। যদি তোমরা এরূপ করিতে না পার, এবং তোমরা কখনও তাহা পারিবে না, তবে সেই আগুন হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা কর যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ এবং পাথর। উহা কাফির-গণের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে।

২৬। এবং যাহারা (সমাগত নবীর উপর) ঈমান আনিয়াছে এবং অবস্থা ও সময়োপযোগী সৎকর্ম্ম সমূহ সম্পন্ন করিয়াছে তাহা-দিগকে শুভসংবাদ প্রদান কর যে তাহাদের জন্য এমন বাগান সমূহ রহিয়াছে যাহার নিম্ন দিয়া স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। যখনই তাহাদিগকে উহার ফল হইতে দান করা হইবে তাহারা বলিবে ইহাত সেই ফল যাহা ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল; এবং তাহাদের নিকট সাদৃশ্যমান ফল আনীত হইবে এবং তাহাদের জন্য তথায় পবিত্র যুগল নিচয় বিদ্যমান থাকিবে। তাহারা সেখানে সদাকাল বাস করিবে।

২৭। আল্লাহ কখনও মশা অথবা তাহার চেয়ে ক্ষুদ্রতর প্রাণী দ্বারা উপমা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। অনন্তর যাহারা (সমাগত নবীর উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে যে উহা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে সমাগত নিশ্চিত সত্য। কিন্তু যাহারা (সমাগত নবীকে) অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে এরূপ (নগণ্য প্রাণীদ্বারা) দৃষ্টান্ত দেওয়াতে আল্লার উদ্দেশ্য কি? (আসল কথা) উহা দ্বারা তিনি অনেক লোককে ভ্রান্তিতে নিপতিত করেন এবং অনেক লোককে উহা দ্বারা সুপথে পরিচালিত করেন এবং পাপাচারিগণ ব্যতীত তিনি কাহাকেও বিভ্রান্ত করেন না।

২৮। যাহারা আল্লার সঙ্গে কঠোরভাবে প্রতিজ্ঞা করার পর উহা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যাহা দ্বারা মিলিত করার আদেশ দিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে উপদ্রবের সৃষ্টি করে, নিশ্চয় উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

২৯। তোমরা কিরূপে আল্লার কালামের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করিতেছ অথচ তোমরা প্রাণ হীন ছিলে তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিলেন অতঃপর (একদিন আসিবে) তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন তৎপর তোমাদিগকে (পুনরায়) জীবিত করিবেন অতঃপর তোমরা তাহারই পানে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।

৩০। তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের উপকারের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর তিনি আকাশ সৃজনের ইচ্ছা করিলেন অনন্তর সেগুলিকে (অর্থাৎ) সপ্ত আকাশকে সুবিন্যস্ত করিলেন এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক অবগত আছেন।

৪ রুকু ১০ আয়াত ৩১—৪০

৩১। (হে মানব তুমি সেই কথা স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ফিরিস্তাগণকে বলিয়াছিলেন নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি নিযুক্ত করিব। (ইহাতে) তাহারা বলিল তুমি কি পৃথিবীতে এমন প্রতিনিধি পাঠাইতে চাও যে উহাতে উপদ্রব করিবে এবং রক্তপাত করিবে? এবং আমরা তোমার প্রশংসার সহিত পবিত্রতা বর্ণনা করি এবং তোমার মহিমা প্রকাশ করি। (ইহাতে) আল্লাহ বলিলেন নিশ্চয় আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জান না।

৩২। এবং আল্লাহ আদমকে সকল নাম শিখাইলেন অতঃপর সেই নামীয় বস্তুগুলি ফিরিস্তাগণের সামনে উপস্থিত করিয়া বলিলেন যদি তোমরা নির্ভুল হইয়া থাক তবে আমাকে ঐ সমস্তের নাম বল।

৩৩। তাহারা বলিল তুমি পবিত্র (সকল প্রকার ত্রুটি শূন্য) তুমি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছ তাহা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন জ্ঞান নাই। নিশ্চয় তুমিই প্রত্যেক বিষয়ের সম্যক জ্ঞানী এবং তুমিই প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব পূর্ণভাবে অবগত আছ।

৩৪। আল্লাহ বলিলেন হে আদম তুমি ফিরিস্তাগণকে এই-গুলির নাম বলিয়া দাও। যখন তিনি তাহাদিগকে ঐগুলির নাম বলিয়া দিলেন আল্লাহ বলিলেন আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে নিশ্চয় আমি আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর গোপনীয় তত্ত্ব সমূহ অবগত আছি তোমরা যাহা প্রকাশ করিতেছ ও যাহা গোপন রাখিয়াছ তাহাও আমি জানি।

৩৫। এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিস্তা-গণকে বলিয়াছিলাম তোমরা আদমকে ছিজদা কর। তাহারা ছিজদা করিল। কিন্তু ইবলীছ ছিজদা করিল না বরং সে অস্বীকার করিল এবং নিজকে বড় মনে করিল ইহাতে সে কাফির হইয়া গেল।

৩৬। এবং আমরা আদমকে বলিলাম তুমি আর তোমার স্ত্রী বাগানে বাস কর এবং যেথান হইতে ইচ্ছা তৃপ্তির সহিত আহার কর এবং এই বৃক্ষের নিকট যাইও না তাহা হইলে সীমালঙ্ঘনকারী গণ্য হইবে।

৩৭। অতঃপর শয়তান ঐ (বৃক্ষের) দ্বারা উভয়কে স্থানচ্যুত করিয়া দিল। এবং এইভাবে তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ব্বাবস্থা হইতে বাহির করিয়া নিল। এবং (পরিণাম ফলে) আমরা বলিলাম তোমরা এথান হইতে চলিয়া যাও তোমরা একদল অপর দলের শত্রু। এবং (স্মরণ রাখিত্ত) এই পৃথিবীতেই নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত তোমাদের বাস করিতে হইবে। এবং জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

৩৮। ইহার পর আদম তাহার প্রভুর নিকট হইতে কয়েকটি (প্রার্থনার) কথা শিখিয়া লইল এবং (তাহার প্রার্থনার ফলে) আল্লাহ তাহার প্রতি সদয় হইলেন। নিশ্চয় তিনিই অতি সত্বর প্রার্থনা মঞ্জুরকারী বার বার দয়াকারী।

৩৯। আমি বলিলাম এথান হইতে তোমরা সকলই চলিয়া যাও এবং (একথা স্মরণ রাখিও) নিশ্চয় তোমাদের নিকট আমার পক্ষ হইতে (আবশ্যক মত) হেদায়ত আসিতে থ কিবে। অনন্তর যাহারা আমার হেদায়তের অনুগমণ করিবে তাহাদের (ভবিষ্যতের) কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা (অতীতের) কোন চিন্তাও করিবে না।

৪০। পরন্তু যাহারা (সমাগত হেদায়তকে) প্রত্যাখ্যান করিবে এবং আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলিবে তাহারাই দুযখের অধিবাসী তথায় তাহারা দীর্ঘকাল থাকিবে।

৫ রুকু ৭ আয়াত ৪১—৪৭

৪১। হে ইছরাঈলের সন্তানগণ! আমি তোমাগিকে যে নিয়ামত দান করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ কর এবং তোমরা আমার সঙ্গের প্রতিজ্ঞা পালন কর আমিও তোমাদের সঙ্গের প্রতিজ্ঞা পালন করিব এবং একমাত্র আমাকেই ভয় কর।

৪২। এবং আমি (মহম্মদের উপর) যাহা নাযিল করিয়াছি তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর উহা তোমাদের নিকট সমাগত আল্লার কালামকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে অতএব তোমরা উহার প্রথম অবিশ্বাসকারী হইও না এবং আমার হুকুমগুলির বিনিময়ে সামান্য (পার্থিব) ধন গ্রহণ করিও না। এবং একমাত্র আমার শাস্তি হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা কর।

আমার শিক্ষা

(কিস্তিয়ে নূহ হইতে)

কোরআনের প্রার্থনা

কোরআনের প্রার্থনাটি এই—[সূরা ফাতেহা] —"এক মাত্র আল্লাই যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী। তাঁহার আধিপত্য পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে। তাঁহার গুণাবলীর মধ্যে কোনটাই এমন নহে যে উহা আজ তাঁহার নাই, কাল তিনি অর্জন করিবেন। তাঁহার শাসনের কোন অংশই নিষ্ক্রিয় রহে নাই। তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালন করিতেছেন; মানুষের কাজ করার অপেক্ষা না করিয়াও তিনি কৃপা করিতেছেন; কর্মের বিনিময়েও তিনি কৃপা করিতেছেন; এবং যথাসময়ে তিনি পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার দিতেছেন। আমরা তাঁহারই 'ইবাদত' (দাসত্ব) করি, তাঁহারই নিকটে সাহায্য চাই, এবং তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা করি—আমাদিগকে যাবতীয় সুখসম্পদের পথ দেখাও; অভিসম্পাত ও ভ্রান্তির পথ হইতে দূরে রাখ।"

সূরা 'ফাতেহার' এই প্রার্থনা ইঞ্জিলের প্রার্থনাটির সম্পূর্ণরূপে বিপরীত। ইঞ্জিলের এই প্রার্থনা অনুসারে এখনও খোদার রাজ্য পৃথিবীতে আইসে নাই; এখনও তিনি পৃথিবীর প্রতিপালক নহেন; পৃথিবীবাসী এখন তাঁহার অযাচিত কৃপা পায় না; কাজের বিনিময়েও তাঁহা কৃপা পায় না; এবং তাঁহার পুরস্কার দান বা দণ্ড বিধান পৃথিবীতে এখন ক্রিয়াশীল নহে। পক্ষান্তরে সূরা ফাতেহা হইতে দেখা যায়, পৃথিবী এখনও খোদার রাজ্য; এতদুদ্দেশ্যে আবশ্যক সব কিছুই তাঁহার আছে।

রাজার প্রথম কাজ প্রজা পালন। সূরা ফাতেহায় খোদাকে 'বিশ্বপাল' (রব্বুল আলামীন) বলা হইয়াছে। রাজার দ্বিতীয় কাজ রাজোচিত বদান্যতার সহিত প্রজাদিগকে জীবন যাত্রার উপকরণ সংস্থান করিয়া দেওয়া। সূরা ফাতেহায় 'আর-রহমান' শব্দে খোদাকে এই গুণের অধিকারী বলা হইয়াছে। সাধ্যাতীত কাজে প্রজাদিগকে সহায়তা করা রাজার তৃতীয় কাজ। সূরা ফাতেহার 'আর-রহীম' শব্দে খোদার এই গুণ উল্লেখ করা হইয়াছে। দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রাজার চতুর্থ কাজ। সূরা ফাতেহার 'মাআলিকে ইয়াওমিদ্দীন' শব্দে খোদাকে এই গুণের অধিকারী বলা হইয়াছে।

ফল কথা, পৃথিবীও যে খোদার রাজ্য, এই কথার সপক্ষে সূরা ফাতেহায় তাঁহাকে রাজোচিত যাবতীয় গুণের অধিকারী বলা হইয়াছে—তিনি 'বিশ্বপাল'; তিনি 'অযাচিত কৃপা বিতরণকারী'; তিনি কর্ম্মের সুফলদাতা; তিনি অক্ষমকে সহায়তা করেন; তিনি পাপীকে শাস্তি ও পুণ্যবানকে পুরস্কার দেন।

শাসন বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, খোদার তাহা পৃথিবীতে পূর্ণ মাত্রায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। পৃথিবীর একটি পরমাণুও তাঁহার শাসনের বাহিরে নহে। তিনিই কর্ম্মফল দান করেন। পার্থিব সুখসম্পদ মাত্রই তাঁহারই মুঠার মধ্যে রহিয়াছে।

ইঞ্জিল বলে, খোদার রাজ্য এখনও পৃথিবীতে আইসে নাই; তোমরা প্রার্থনা কর তাঁহার রাজ্য পৃথিবীতে আইসুক। অন্য কথায়, খৃষ্টানদের খোদা এখনও পৃথিবীর মালিক নহেন। এইরূপ খোদার নিকটে পৃথিবীর অধিবাসী কিসের প্রত্যাশা করিতে পারে?

মন দিয়া শুন এবং উপলব্ধি কর, পরম জ্ঞানের কথা বলিতেছি। আকাশের অনুপরমাণুর ন্যায় পৃথিবীরও প্রত্যেক অনুপরমাণু খোদার শাসনাধীন। বিরাট খোদার প্রতাপ। আকাশের ন্যায় পৃথিবীতেও ইহা ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। আকাশে আরোহণ করিয়া খোদার আকাশের প্রতাপ কেহই দেখিয়া আসে নাই। উহা একটা অনুমানসিদ্ধ বিশ্বাস মাত্র। পক্ষান্তরে খোদার পার্থিব প্রতাপ আমরা প্রত্যেকেই স্পষ্ট অনুভব করিতেছি।*

মানুষ মরণশীল। অগাধ ধনের অধিকারী ব্যক্তিকেও স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যু বরণ করিতে হয়। দেখ কত প্রবল সেই সত্যিকার প্রভুর আদেশ। তাঁহার আদেশ আসিলে মুহূর্ত্তের জন্যও মৃত্যুকে কেহই স্থগিত রাখিতে পারে না। চিকিৎসার অতীত ঘুনিত ব্যধি কোন চিকিৎসকই নিরাময় করিতে পারে না। ভাবিয়া দেখ কত প্রবল খোদার আদেশ। কেহই তাঁহার আদেশের প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না। খোদার রাজ্য এখনও পৃথিবীতে আইসে নাই, ভবিষ্যতে আসিবে, এ কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

খোদা এযুগে তাঁহার প্রতিশ্রুত মসীহের নিদর্শনরূপে প্লেগ পাঠাইয়া দিয়া দেশময় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা না করিলে কে উহা দূরীভূত করিতে পারে? অতএব পৃথিবীতে খোদার রাজ্য এখনও আইসে নাই বলিতে পার কিরূপে? দুর্ব্বৃত্তগণ তাঁহার পার্থিব রাজ্যে বাস করে কয়েদীরূপে। তাহারা আদৌ মরিতে প্রস্তুত নহে, কিন্তু খোদার আধিপত্য তাহাদিগকে যমরাজের কবলে পতিত করে। সুতরাং কিরূপে বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীতে খোদার রাজ্য আইসে নাই?

কোটি কোটি লোক খোদার ইচ্ছায় জন্মগ্রহণ করিতেছে; প্রতি মুহূর্ত্তে কোটি কোটি লোক তাঁহার আদেশে পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছে; বহু ধনী দরিদ্র হইতেছে এবং বহু দরিদ্র ধনী হইতেছে। সুতরাং কিরূপে বলা যাইতে পারে যে খোদার রাজ্য এখনও পৃথিবীতে আইসে নাই?

আকাশ ফেরেস্তার বাসস্থান। পৃথিবী মানুষ ও ফেরেস্তা উভয়ের বাসস্থান। ফেরেস্তাগণ খোদার শাসন পরিচালনাকারী কর্ম্মচারী। মানুষের কার্য্যবলী পর্য্যবেক্ষণ করা তাহাদের কাজ। সর্ব্বদাই তাহারা এই কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন এবং খোদাতালার হুজুরে নিজ নিজ কার্য্যবিবরণী পেশ করিতেছেন। সুতরাং কিরূপে বলা যাইতে পারে যে খোদার রাজ্য এখনও পৃথিবীতে আইসে নাই?

ইঞ্জিল বলে খোদার রাজ্য আকাশে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। খোদার পার্থিব রাজ্য হইতেই তাঁহার সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। আকাশের রহস্য মানুষের অপরিজ্ঞাত। আকাশের অস্তিত্ব বর্ত্তমান যুগের প্রায় সকল খৃষ্টান দার্শনিক পণ্ডিতগণই অস্বীকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে পৃথিবীর উপরে আমরা বিচরণ করিতেছি। ইহার অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যক্ষীভূত সত্য। পৃথিবীতে আমরা অসংখ্য প্রাকৃতিক আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন, সৃষ্টি ও বিনাশ দেখিতে পাইতেছি। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করিতে পারি যে কোন একজন প্রভুর আদেশে এই সমুদায় ব্যাপার ঘটিতেছে। সুতরাং কিরূপে বলা যাইতে পারে যে খোদার রাজ্য এখনও পৃথিবীতে আইসে নাই?

ইঞ্জিলের এই শিক্ষা বর্ত্তমান যুগের অনুপযোগী। ইঞ্জিল অনুসারে খোদার রাজ্য এখনও পৃথিবীতে আইসে নাই। পক্ষান্তরে আধুনিক গবেষণার ফল খৃষ্টান পণ্ডিতগণ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আকাশের কোন অস্তিত্বই নাই। ফল এই দাড়াইল যে খোদার রাজ্য না আছে আকাশে, না আসিয়াছে পৃথিবীতে। খৃষ্টানগণ আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছে; ইঞ্জিল পৃথিবীতে খোদার রাজ্য আসা অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং খোদার হাতে না রহিল আকাশের রাজত্ব, না পৃথিবীর।

মহিমান্বিত খোদা আমাদিগকে সত্যের সন্ধান দিয়াছেন সূরা ফাতেহার 'রব্বুল-আলামীণ' শব্দে। নিজকে তিনি আকাশের বা পৃথিবীর প্রতিপালক প্রভু' না বলিয়া 'সমুদয় বিশ্বর প্রতিপালক প্রভু' বলিয়াছেন। তিনি 'রব্বুল আলামীন'*—সমুদয় বিশ্বের প্রতিপালক প্রভু। ভৌতিক বা অভৌতিক যে কোন প্রকারের সৃষ্টিই কোথাও থাকুক না কেন*, তিনি সমস্তেরই প্রতিপালক প্রভু। সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বত্রই তিনি তাঁহার সৃষ্টির প্রতিপালন করিতেছেন এবং প্রত্যেক সত্তার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিপালনশীলতা, তাঁহার অযাচিত কৃপা, তাঁহার কর্ম্মফল দান, এবং পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ডবিধাণ বিশ্বের সর্ব্বত্রই ক্রিয়াশীল রহিয়াছে।

এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে সূরা ফাতেহার 'মাআলিকেইয়াওমিদ্দীন' বাক্যের এ অর্থ নহে যে শুধু কেয়ামতের দিনই তিনি পাপ পুণ্যের বিচার করিবেন। কোরআন শরীফের বহু আয়াতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে কেয়ামতের দিন চরম বিচার হইবে। এতদ্ব্যতীত এক প্রকারের বিচার আছে যাহা ইহলোকেই আরম্ভ হয়। কোরআন শরীফের আয়াত "ইয়াজআল

*কোরআনের উক্তি— "ফাহামালাহাল-ইনসান —মানুষ সেই বোঝা বহন করিল" (সূরা আহজাব, আ ৭২) হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে মানুষই খোদার অনুগত। প্রেমের আতিশয্যে মানুষ তাহার আনুগত্যকে উন্মাদনার স্তরে পৌছাইয়া দেয়। সহস্র প্রকারের বিপদ বরণ করিয়া মানুষ পৃথিবীতে খোদার কর্ত্তৃত্ব সপ্রমাণ করে। হৃদয়ের দরদ মিশান এইরূপ আনুগত্য দেখান ফেরেস্তার পক্ষে সম্ভব নহে।

*'রব্বুল আলামীন' কথার অর্থ অতি ব্যাপক। যে কোন গ্রহে বা উপগ্রহেই কোন সত্তা আছে বলিয়া প্রমাণিত হউক না কেন, তাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

লাকুম ফুরকানা,—তিনি তোমাদিগকে বৈশিষ্ট্য দিবেন" (আনফাল, আ২৯) ইহলোকের বিচারের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, দৈনিক খাদ্যের জন্য ইঞ্জিল খোদার নিকটে প্রার্থনা করিতে বলে,—"আজ আমাদিগকে আমাদের আজিকার খাদ্য দাও।" পৃথিবীতে তিনি খাদ্য দিতে পারেন কিরূপে? পৃথিবী তাহার রাজ্য নহে। ক্ষেতের ফসল তাঁহার আদেশে উৎপন্ন হয় না; আপনা হইতেই জন্মে। বৃষ্টিপাতও তাঁহার আদেশে হয় না; স্বতই হয়। খাদ্য দিবেন তিনি কোন অধিকারে? তাঁহার রাজ্য যখন পৃথিবীতে আসিবে, তাঁহার নিকটে খাদ্য চাওয়া তখনই সঙ্গত হইবে। এখনও তিনি পৃথিবী দখল করিতে পারেন নাই। যখন দখল করিতে পারিবেন, তখনই খাদ্য দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে। এখন তাঁহার নিকটে খাদ্য চাওয়া অসঙ্গত।

ইঞ্জিলের পরবর্ত্তী বাক্যে প্রার্থনা শিখান হইয়াছে,—"আমরা যেমন আমাদের ঋণীদিগকে ঋণ মুক্ত করি, তদ্রূপ তুমিও আমাদিগকে তোমার ঋণ হইতে মুক্তি দাও।" এ প্রার্থনাও সমীচীন নহে। পৃথিবী এখনও খোদার রাজ্য নহে; খৃষ্টানগণ এখনও তাঁহার নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করে নাই। তাঁহার নিকটে তাহারা ঋণী কিরূপে?

খোদার নিকটে ঋণ মুক্তির প্রার্থনা করার আবশ্যকতাই বা কি? তাঁহাকে ভয় করিবারইবা কি কারণ আছে? পৃথিবী তাঁহার রাজ্য নহে। পৃথিবীতে তাঁহার শাসন দণ্ডের কোন ভয় থাকিতে পারে না। তাঁহার সাধ্য কি যে অপরাধীকে শাস্তি দিবেন? মুসার সময়কার বিদ্রোহীদের ন্যায় প্লেগে নিপাত করিবেন? লুতের সময়ের ন্যায় শিলা বর্ষণ করিবেন? ভূমিকম্পে বা বজ্রপাতে বা অন্য কোন দুর্ব্বিপাকে ধ্বংস করিবেন?

খৃষ্টানদের খোদার পুত্র ছিলেন দুর্ব্বল ও নিঃসম্বল। তাহাদের খোদাও দুর্ব্বল ও নিঃসম্বল। তাঁহার নিকটে ঋণ মুক্তি চাওয়া অর্থহীন। তিনি ঋণ দিলেন কখন যে ঋণ-মুক্ত করিবেন? পৃথিবী তাঁহার রাজ্য নহে। পৃথিবীতে তাঁহার কোন আধিপত্য নাই। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি তাঁহার অধীন নহে। পৃথিবীর কোন বস্তুই তাঁহার নহে। প্রত্যেক বস্তুই স্বয়ম্ভূ। তাঁহার আদেশ পৃথিবীতে বলবৎ নহে। তিনি পৃথিবীর সুখসমৃদ্ধির কারণ নহেন। পৃথিবীর কাহাকেও শাস্তি দিবার অধিকার তাঁহার নাই। খোদাকে এতটা দুর্ব্বল মনে করা এবং তাঁহার নিকটে পার্থিব সম্পদ চাওয়া মূর্খতা।

খোদার ক্ষমতা সৃষ্টির অন্যত্র যতটা আছে, পৃথিবীতেও ততটাই আছে। সুরা ফাতেহা আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয়। সুরার সূচনায় তাঁহাকে রহমান, রহীম ও মালিকে ইয়াওমিদ্দীন বলা হইয়াছে। এইগুলি তাঁহার আধিপত্য-ব্যঞ্জক গুণ। এই গুণগুলির এত স্পষ্ট উল্লেখ পৃথিবীর আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থে নাই। অতঃপর সুরা ফাতেহায় একটি প্রার্থনা শিখান হইয়াছে। ইঞ্জিলের প্রার্থনার ন্যায় ইহা দৈনিক খাদ্যের প্রার্থনা নহে। সৃষ্টিগতভাবে খোদা মানুষকে যে সকল শক্তি ও পিপাসা দিয়াছেন, সুরা ফাতেহায় তদনুযায়ী প্রার্থনা শিখাইয়াছেন—"ইহদিনাছ ছিরাতাল মুস্তাকীম; ছিরাতাল্লাজীনা আনআমতা আলাইহিম"—

অর্থাৎ হে পূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী খোদা, তোমার প্রতিপালনশীলতা, তোমার অযাচিত কৃপা, তোমার কর্ম্মফলদানগত কৃপা এবং তোমার পুরস্কার ও দণ্ড বিধান প্রত্যেক অনুপরমাণুর অশেষ কল্যাণ করিতেছে। তুমি আমাদিগকে অতীত পুণ্যশীলদের উত্তরাধিকারী কর; তাহাদিগকে যে সকল সম্পদ দিয়াছিলে, আমাদিগকে তাহার প্রত্যেকটিই দাও। আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার বিরোধী হইয়া আমরা যেন তোমার ক্রোধভাজন না হই। তোমার সাহায্য না পাওয়ার কারণে আমরা যেন পথহারা না হই।" আমীন।

ইঞ্জিল ও কোরআনের প্রার্থনার পার্থক্য সুস্পষ্ট। ইঞ্জিল বলে খোদার রাজ্য আসিবে; কোরআন বলে, খোদার রাজ্যেই তোমরা বাস করিতেছ এবং তাঁহার শাসনে তোমরা অশেষ কল্যাণ উপভোগ করিতেছ।

পৃথিবীতে খোদার রাজ্য আসিবে বলিয়া ইঞ্জিল দিয়াছে একটা প্রতিশ্রুতি। কোরআন পৃথিবীতে খোদার রাজ্য ও কল্যাণমালার বাস্তব অস্তিত্ব দেখাইয়া দিতেছে। কোরআনের খোদা সাধুদিগকে রক্ষা করেন ও সুখে রাখেন। তাঁহার দান হইতে কেহই বঞ্চিত নহে। তাঁহার প্রতিপালনশীলতা, অযাচিত কৃপা ও কর্ম্মের বিনিময়ে কৃপা পৃথিবীতে চিরবিদ্যমান। ইঞ্জিলের খোদার রাজ্য এখনও পৃথিবীতে আইসে নাই, ভবিষ্যতে আসিবে। ইহা একটা প্রতিশ্রুতি মাত্র। খোদা সম্বন্ধে কোরআনের এই বর্ণনা কোরআনের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। বিবেচনা করিয়া দেখ কোন গ্রন্থ অনুসরণ যোগ্য। হাফেজ শিরাজী সত্যই বলিয়াছেন—[ফার্সি পদ্য]

—আমি শ্রেষ্ঠ গুরুর শিষ্য। আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না, হে শেখ। প্রতিশ্রুতি দেন আপনি এবং পূর্ণ করেন তিনি'।

ইঞ্জিল প্রশংসা করে দীনহীন ও বিনয়ীদিগকে, এবং অত্যাচারিত হইয়াও যাহারা অত্যাচারের প্রতিরোধ করে না তাহাদিগকে। কোরআন এ উপদেশ দেয় না। কোরআন সব সময়ই দীনহীন ও বিনয়ী হইতে বলে না; সব সময়ই অত্যাচারীর প্রতিরোধ করিতে নিষেধ করে না। কোরআন বলে, দীনহীন ও বিনয়ী হওয়া এবং অত্যাচার সহ্য করা ক্ষেত্র বিশেষে উত্তম এবং ক্ষেত্র বিশেষে নিন্দনীয়।

অনেক ক্ষেত্রে পুণ্য কাজও পাপে পরিণত হয়। দেখ, বৃষ্টি কত প্রয়োজনীয় ও কল্যাণপ্রদ। পক্ষান্তরে অসময়ের বৃষ্টি কত সর্ব্বনাশ ঘটায়। উগ্র খাদ্য বা স্নিগ্ধ খাদ্য কোনটাই সব সময় ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্য ঠিক থাকিতে পারে না। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অবস্থাভেদে খাদ্যের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। কোমলতা ও কঠোরতা, ক্ষমাশীলতা ও প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা, কল্যাণ কামনা ও অভিশাপ দেওয়ার ইচ্ছা প্রভৃতি মানবের প্রকৃতিগত গুণগুলিরও অবস্থাভেদে বিভিন্ন প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। বিনয় ও নম্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাও, তবে উপযুক্ত ক্ষেত্রে।

স্মরণ রাখিবে, সত্যিকার নৈতিক চরিত্রে স্বার্থ-সিদ্ধির বিষ মিশ্রিত থাকে না। ইহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং পবিত্র আত্মার সাহায্যেই ইহা লাভ করা সম্ভব। আকাশের দানে ব্যতীত ব্যক্তিগত চেষ্টায় ইহা লাভ করা যায় না। পবিত্র আত্মার সাহায্যে যাহারা আকাশ হইতে ইহা আহরণ করে না, তাহাদের নৈতিকতার দাবী অলীক। স্বচ্ছ জলের নিম্নস্থ কাদা ও গোবরের ন্যায় তাহাদের নৈতিক চরিত্রের তলদেশে কাদা ও গোবর থাকে। উত্তেজনায় আলোড়িত হইলে এই কাদা ও গোবর বাহির হইয়া পড়ে।

খোদার নিকটে অবিরত শক্তি প্রার্থনা করিবে। তোমাদের নৈতিকতার তলদেশে যেন কাদা ও গোবর না থাকে এবং পবিত্র আত্মার সাহায্যে তোমরা যেন সত্যিকার পবিত্রতা অর্জ্জন করিতে পার। স্মরণ রাখিবে, অনাবিল চরিত্র ধার্ম্মিকের বৈশিষ্ট ('মোজেজা')। চরিত্রে কেহই তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না। যাহারা খোদাপরায়ণ নহে, তাহারা খোদা হইতে শক্তি লাভ করে না। এই কারণে অনাবিল চরিত্র অর্জন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

খোদার সহিত সংযোগ স্থাপন কর। হাসিঠাট্টা, হিংসা-বিদ্বেষ, কুবাক্য, লালসা, মিথ্যা বলা, অনাচার, কামদৃষ্টি, কুচিন্তা, সংসার-পূজা, আত্মগরিমা, অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য, দুর্ব্যবহার ও কুতর্ক পরিহার করিবে। আকাশ তবেই তোমাদিগকে নৈতিক উৎকর্ষ দান করিবে। ঊর্দ্ধে আকর্ষণকারী শক্তি যতদিন তোমাদের সহায়তা না করিবে, জীবন সঞ্চারক পবিত্র আত্মা যতদিন তোমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইবে, ততদিন তোমরা দুর্ব্বল, অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং মৃতবৎ অক্ষম থাকিবে; বিপদের সময় অসহায় বোধ করিবে; সম্পদের সময় অহঙ্কারী ও উদ্ধত হইবে; এবং কামনা ও শয়তানের দাসত্ব করিতে থাকিবে।

সত্যিকার প্রতিকারের পথ তোমাদের জন্য মাত্র একটিই আছে। খোদা হইতে সমাগত পবিত্র আত্মা যদি তোমাদিগকে সত্যাভিমুখী করিয়া দেয়, তবেই তোমরা চরিত্রের দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। সংসারের সন্তান হইও না, আকাশের সন্তান হও। অন্ধকারের অধিবাসী হইও না, আলোকের অধিবাসী হও। তবেই তোমরা শয়তানের চারণভূমির বাহিরে নিরাপদ স্থানে আসিতে পারিবে। শয়তান অন্ধকারে বিচরণকারী পুরাতন চোর। সে কখনও দিবালোকে আসে না। সর্ব্বদাই সে রাত্রির অন্ধকারে বাস করে।

প্রয়োজন ও পর্দা

—মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী

প্রবৃত্তিই জীবের প্রবণতা ও কর্ম্মের উৎস। মানুষের বেলায় ওগুলো তার চিন্তাশক্তির উৎসও বটে। কাম, ক্রোধ, লোভ, লালসা ইত্যাদি না থাকলে, প্রবণতা, কর্মশক্তি ও চিন্তার বিকাশ না হয়ে মানুষও হয়ত জড়জগতে শামিল হ'তো। তাই কথায় কথায় তার চিন্তা ও কর্ম্মধারায় অহেতুক বাধা সৃষ্টি করলে প্রবৃত্তিগুলোকে পঙ্গু করে ধীরে ধীরে তাকে জড়তার দিকেই টেনে নেওয়া হয়।

অপর দিকে যেহেতু প্রকৃতির তাগিদেই মানুষ সামাজিক;—সমাজ ব্যবস্থা হতে দূরে সরে থেকে সে বাঁচতে পারে না, বরং সমাজব্যবস্থার ভিতর দিয়েই তার চিন্তা ও কর্মশক্তি ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণে আসে—তাই বৈজ্ঞানিক সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য মানুষের প্রবণতা, চিন্তা ও কর্মশক্তিকে গঠনমূলক কাজে লাগানোর পথ করে দেওয়া। তা করতে গিয়ে আমাদের প্রবৃত্তিগুলোকে অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন হয়।

মানুষ কল্পলোকে বাস করে না এবং শুধু কল্পনার জাল বুনেই বাঁচতে পারে না। তাই তার সমাজ-ব্যবস্থাও শুধু কল্পনার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠতে পারে না। প্রয়োজনের তাগিদ এবং কঠোর বাস্তবতাই তার সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রধান সহায়ক। যুগ যুগ ধরে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের অভিজ্ঞতায় যে শিক্ষা লাভ হয়, তার উপর নির্ভর করে নিয়ন্ত্রণবিধি গড়ে ওঠে। তাই সমাজের কোন নিয়ন্ত্রণকে বিচার করতে হলে এই অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার কষ্টিপাথরেই বিচার করতে হবে। পর্দা একটা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। এর বিচারেও এই রীতির কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না।

পর্দা প্রথার বিধিনিষেধ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, 'প্রাইভেসি', রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ, এবং যৌন প্রেরণার সাথেই ইহার মূল সম্পর্ক। রুচি, সৌন্দর্য্যবোধ, যৌন আদর্শ ইত্যাদি বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায়, এমন কি একই সমাজব্যবস্থায় অবস্থাভেদে বিভিন্ন ধরণের হওয়া প্রয়োজন। তাই পর্দারও অবস্থাভেদে ইতরবিশেষ হওয়ার দরকার রয়েছে।—এ সহজ সত্য স্বীকার না করলে সমাজব্যবস্থায় অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি হয়। প্রয়োজন ও বাস্তবতার চাপ যা মানতে বাধ্য করে, তা সহজ সরলভাবে গ্রহণ করে নিলেই সমাজব্যবস্থা এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন গতিশীল হয়।

প্রয়োজনের তাগিদ নিয়ে পর্দার কথা বিচার করার পূর্বে যৌন প্রেরণা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। যৌন প্রেরণা অত্যন্ত জাগ্রত অর্থাৎ একজনের হাবভাব, চালচলন বা কথাবার্তাতেও ইহা সপ্রকাশ হয়ে উঠতে পারে এবং প্রয়োজনীয় সংযমে অভ্যস্ত না হলে অনেক সময়ে অনর্থও ঘটাতে পারে।

এখন সমাজব্যবস্থার কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে নিরপেক্ষভাবে পর্দার কথা বিবেচনা করা যাক। মলমূত্র ত্যাগ সকলেরই দরকার হয়। নবী-রসুল, ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ কেহই এ হাজতের হাত এড়াতে পারে না। কিন্তু তবুও এ সকলের জন্য আবার পর্দার প্রয়োজন হলো কেন? স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয়, এমন জায়গায় বা মিউনিসিপ্যালিটির কাজের সুবিধার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা যেতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য বেড়া দিয়ে, দেওয়াল তুলে টাকা পয়সা খরচ করিবার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করতে হবে যে, শুধু রুচি-বোধের তাগিদেই তা করা হচ্ছে না। মলমূত্র ত্যাগ করতে গিয়ে বাধ্য হয়েই বেআব্রু হতে হয়। পর্দার বন্দোবস্ত না থাকলে তা দেখে দর্শকের যৌন প্রেরণাও জাগ্রত হতে পারে; তা থেকে বাঁচবার জন্যও পর্দার দরকার হয়েছে। গোছলখানা তৈরীর ব্যাপারেও একই কথা খাটে। যদি তা না হতো তবে এ সকল তৈরী করতে গিয়ে দুনিয়া জুড়ে যে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, তা দিয়ে কি স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন করে নানাভাবে সমাজের মংগল করা যেতো না?

বৈধ যৌন সংযোগের বেলায় পর্দার প্রয়োজন কেন—এ প্রশ্নের জওয়াবের ভিতরই পর্দার উদ্দেশ্য এবং বাস্তব জীবনে ইহার কতখানি প্রয়োজনীয়তা তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন সমাজের কখনও অকাম্য নয়—বরং ইহাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মংগল নিহিত রয়েছে; তবে সেখানে আবার আড়াল কেন—পর্দার কড়াকড়ি কেন? কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বেপর্দা বেপরওয়াভাবে স্বামী-স্ত্রীতে যৌন পিপাসা মিটাতে গেলে তা দেখে অপরের যৌন পিপাসা জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; তাই অযথা অঘটনাদি থেকে বাঁচার জন্যই এ সকল ক্ষেত্রে পর্দার স্বীকৃতি ও প্রয়োজন আছে।

হোটেল, রেস্তঁরা ইত্যাদিতে কেবিন করে যে পর্দা করা হয়, তার কারণ হলো অন্যের লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকা এবং নিজেদের রুচিমাফিক খাওয়া-দাওয়া করা। বাড়ী-ঘর এবং অফিস-আদালতে যে পর্দা করা হয়, ইহার প্রধান কারণ হলো 'প্রাইভেসি' রক্ষা করার সাথে সাথে সৌন্দর্য্যবোধ ও কাজকর্ম করার সুবিধা করে নেওয়া। দুনিয়ার অধিকাংশ ধর্ম-সাধনা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার পর্দার আড়ালেই চলে আসছে। অপর দিকে পর্দাকে সম্পূর্ণরূপে তুলে দিতে হলে নগ্নতাবাদকেও গ্রহণ করতে হবে।

এখন অপর দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক। অনেক সময়ে বেপর্দা হলেও অবস্থাই এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, ইহাই পর্দার স্থান দখল করতে পারে; তখন সেই অবস্থাকে পর্দা বলে স্বীকার না করে অন্ধ গোঁড়ামি দেখালে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমূহ অমংগল ঘটতে পারে। দু' একটি উদাহরণ নিয়ে কথাটা বুঝা যাক। আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষ উভয়কেই পর্দা পালন করতে হয়, যদিও নারী-দের বেলায় অনেক ক্ষেত্রেই অকারণে ইহার বাড়াবাড়ি দেখা যায়। কিন্তু তবুও কোন অন্তঃসত্ত্বা নারীর প্রসবের সময়ে তাকে পর্দার কথা ভুলে যেতে হয়। প্রয়োজনের তাগিদে পুরুষ ডাক্তারকেও ডেকে আনতে হয়। যদি বেপর্দা হবে বলে অজুহাত দেখিয়ে দরকার হলেও পুরুষ ডাক্তারকে ডাকা না হয়, তবে এখানে অন্ধ গোঁড়ামির সাথে সাথে হৃদয়হীনতা এবং অমানুষিকতারও পরিচয় দেওয়া হবে। এই অন্ধ গোঁড়ামিই আবার নারীদিগকে ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা করিতেও সমভাবেই বাধা দিয়ে থাকে। গোঁড়ামির দৌড় আর একটু বাড়িয়ে নিলে এও বলা চলে যে, নারীও নারীর সামনে বেআব্রু হতে পারে না। তাই প্রসবাবস্থায় নারীকে একাকীই তার অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দাও। পর্দার বাঁধনকে জীবনের চেয়ে বড় করে দেখার ভিতর কি দর্শন লুক্কায়িত আছে, তা বুঝে উঠা মুস্কিল। জীবনের জন্যই পর্দা, পর্দার জন্য জীবন নয়। আসলে অবাধ ও অযথা যৌন মিলনে বাধা সৃষ্টি করার জন্য পর্দার প্রচলন হয়েছে। তাই প্রসব-বেদনার সময়ের অবস্থাটা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, ঐ অবস্থাটাই পর্দার উদ্দেশ্যটা পূর্ণ করছে। কারণ অনুরূপ অবস্থায় ঐ নারী বা ডাক্তারের মনে যৌন মিলনের বাসনা আসতে পারে না।

এমনি করে রাস্তা দিয়ে চলার সময় যদি কোন পর্দানশীন নারী কোন দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং তার সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন হয়, তখন তাকে সাহায্য করার জন্য যদি তার কোন আত্মীয় না থাকে, তবে কি পর্দা টুটে যাবার ভয়ে তাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য হতে বঞ্চিত রাখা হবে? এখানেও দুর্ঘটনা হতে উদ্ভূত অবস্থাটাই পর্দার স্থান অধিকার করবে বলে আমার বিশ্বাস।

মানুষ তার প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে যেয়ে বাঁচতে পারে না। তাকে সর্বদা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে মোকাবেলা করতে হয়। তাই তার সমাজব্যবস্থা ওগুলোকে অবহেলা করে টিকে থাকতে পারে না। পর্দার বেলাও তা সমভাবে খাটে।

পর্দা সম্বন্ধে আরো কয়টি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অবস্থার সাথে মিল রেখে প্রয়োজনীয় পর্দা পালন না করলে যেমন সমাজের অমংগল হতে পারে, তেমনি অতিরিক্ত কিছু করতে গিয়ে পর্দাকে পিঞ্জিরাতে রূপান্তরিত করলেও অনেক অমংগল ডেকে আনা হয়। এ দেশে পর্দার নামে নারীদের জন্য পিঞ্জিরার সৃষ্টি হয়েছে। পিঞ্জিরার পাখী শিখানো বুলিই বলতে পারে, কিন্তু এভাবে তার প্রকৃতিদত্ত শক্তিগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে তোলা হয়। এবং এর ফলে হাসি কান্নার মাঝে এসে দাড়াতে হয় যখন দেখা যায় রাজধানীর রাজপথে বোরখা পরিহিত নারীর সাথে 'শাড়ী পড়া' রিক্সার মাঝে পুরুষও লুকিয়ে আছে। আপাদ মস্তক বোরকাও যেন পর্দার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই রিক্সাকে শাড়ী পরিয়ে নিশ্চিত হতে হয়। কিন্তু ভুল করে শাড়ীটি ছেড়ে গিয়ে অজ্ঞাত পরিচয় রিক্সাওয়ালাকে গালি দেওয়ার মধ্যে পর্দার মাহাত্ম্য প্রকাশ না পেলেও চিলে বাচ্চা নিয়ে উড়ো দিলে পর, চিলকে গালাগালি দিয়ে বাচ্চাটিকে লিল্লা দেওয়ার মানসিকতাই প্রকাশ পায়। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নারীত্বকে পংগু করে জাতির উন্নতির পথই রুদ্ধ করা হচ্ছে। অপর দিকে ইহার প্রতিক্রিয়ারূপে 'অতি-আধুনিকতার' নামে যা আমদানী

হচ্ছে, সে সম্বন্ধেও সাবধান থাকার সময় এসেছে। স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃংখলতাও ব্যষ্টি বা সমষ্টির কল্যাণকর হতে পারে না।

আজকাল অনেকেই বলে থাকে যে, পর্দা মানুষের আজাদীকে খর্ব করে; তাই ইহাকে সমূলে ধ্বংস করে আজাদীর পথ প্রশস্ত করতে হবে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, প্রয়োজনীয় পর্দাই বরং আজাদীর স্বাদকে ভোগ করার পথ করে দেয়। প্রেমিক-প্রেমিকা যখন আলাপ-আলোচনা করতে চায়, তখন তারা আড়াল-আবড়ালই খুঁজে বেড়ায়। কারণ এতেই তারা একে অন্যকে স্বাধীনভাবে পেয়ে থাকে। নিরিবিলিতেই তারা অধিকতর আজাদী অনুভব করে। তেমনি করে স্বামী-স্ত্রীও অনেক সময় পর্দার আড়ালে আড়ালে আজাদী ভোগ করে থাকে। এই আজাদীর জন্যেই নবদম্পতিরা 'হানিমুনের' আশ্রয় নেয়। অফিস-আদালতে এবং বাড়ী-ঘরেও পর্দা না থাকলে অনেক সময়েই স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ সকল কথা বিচার করলে দেখা যাবে, প্রয়োজনীয় পর্দা আজাদীর প্রতিকূল না হয়ে বরং অনুকূলেই কাজ করে থাকে।

উপসংহারে পৌছার পূর্বে একটি কথা বিশেষ-ভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। মানুষের মধ্যে শুধু জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ইত্যাদি গুণই (Rationality) কাজ করছে না—তার মধ্যে অন্যান্য জীবের ন্যায় জৈবিক শক্তিও (Animality) কাজ করছে।

মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য জীবকে নানাভাবে নিজেদের উপকারে লাগিয়ে থাকে। বলতে গেলে গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া, হাস-মোরগ ইত্যাদির উপর নির্ভর করেই তারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। তা ছাড়া কতো হিংস্র জন্তুকেও বশে এনে সে ফায়দা উঠাচ্ছে। নানা বন্ধনের ভিতর দিয়ে তাদের আজাদীকে খর্ব করেই তা সম্ভব হচ্ছে। এই বন্ধন তথা নিয়ন্ত্রণ শিথিল করলে দশ টাকার ছাগেও হাজার টাকার বাগ নষ্ট করে বা করতে পারে।

মানুষের ভিতরের জৈব-শক্তিও তার অসীম মংগলের কারণ হতে পারে। তা হতে সে সর্বদা ফায়দা উঠাতে পারে। কিন্তু জৈব শক্তিকে তার বশে রাখতে হবে। বশে আনতে গেলে প্রয়োজনীয় বন্ধনও স্বীকার করতে হবে। নতুবা পশুশক্তির কবলে পড়ে তার অমূল্য ধন বিবেক-বুদ্ধি সবই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেই পর্দা থেকে সুরু করে যে কোন সামাজিক বন্ধনই সৃষ্ট হউক না কেন, এর লক্ষ্য হবে নারী-পুরুষকে আটক করা নয় বরং তাদের অন্তরের পশুশক্তিকে বশে এনে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত করা।

অন্ধ গোঁড়ামির দরুণ পর্দার বাড়াবাড়িতে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা দূর করার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তাই বলে অতি-আধুনিকতার মোহে সমাজে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করা কাম্য হতে পারে না। পর্দা শব্দটি বর্তমানে অনেকের মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করে থাকে। এই বিভীষিকার পেছনে অনেক কারণও রয়েছে। তাই পর্দার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করতে পারে এমন কোন একটা অপর শব্দ আমাদের ব্যবহার করা দরকার। যদি তা করা যায়, তবে ধীরে ধীরে পর্দা-বিভীষিকা যেমন দূর হতে থাকবে, অন্য-দিকে তেমনি প্রয়োজনীয় পর্দাকে স্বীকার করে নিতেও কোন পক্ষ থেকে আপত্তি উঠবে না। উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থাকে নতুন করে বিচার করা একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। (মাসিক মোহাম্মদী হইতে সংকলিত)

তৌহিদের আহ্বান

৯ নং প্রচার পত্র

পূর্ব্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গের খৃষ্টান ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ সমীপেষু।

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ।

আমাদের জীবন ও মরণ যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সেই মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত মহা প্রভুর বিষয় কিছু আলোচনা করতে চাই। পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রখানি যেমন খৃষ্টানগণের ধর্ম্মগ্রন্থ তেমনি মুসলমানগণেরও ধর্ম্মগ্রন্থ বটে। তবে দেখা যায় যে, বাইবেল বর্ণিত এমন বহু আইন, কানুন, আদেশ ও উপদেশ আছে যাহা কেবল মাত্র মুসলীমগণই পালন করিয়া থাকে। বাইবেল প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলছে এবং প্রতিমাপূজকদের সম্বন্ধে কঠোর আদেশ দিয়েছে। বাইবেল পাঠকগণ ইহা জানেন। তারপর দেখতে পাই, ত্বক ছেদ করা, উপাসনায় সাষ্টাঙ্গে প্রাণিপাত করা, শুচি ও অশুচি খাদ্য সম্বন্ধে বিচারপূর্বক ভোজন করা, বৈধ ও অবৈধের প্রভেদ নির্ণয়পূর্বক জীবন যাপন করা, উপবাস করা (রোজা রাখা) এবং কোরবাণী করা সম্বন্ধে বাইবেলে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া বাইবেলে আরও একটি উচ্চাঙ্গের শিক্ষা দেখা যায় যে, একমাত্র ঈশ্বর (আল্লাহ) ব্যতীত অন্য কাহাকেও আরাধনা না করা। তাঁহার সমকক্ষ করে অন্য কোন বস্তুকে অথবা ব্যক্তিকে ভজনা করা বাইবেল সমর্থন করে না। ইহা অতি সুন্দর ও মূল্যবান শিক্ষা। মুসলীমগণ সর্বদাই এইসব শিক্ষার সমর্থক ও অনুগামী।

প্রশ্ন হতে পারে, মুসলীমগণ যদি বাইবেলের শিক্ষাই মান্য করে চলেন, তবে তাঁহারা খৃষ্টান নামে পরিচিত হন না কেন? উত্তরে মুসলীমগণ বলেন, খৃষ্টান ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ বাইবেলের শিক্ষার বিরোধিতা করে তাঁহাদের ধর্ম্মীয় জীবন কলুষিত করেছেন। পবিত্র কোরান অবতীর্ণ হয়ে তাঁদের দোষত্রুটি দেখায়ে দিয়েছে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাঃ) যখন এই সত্য প্রচার করিতেছিলেন, নাজরানের বিশপ মহোদয় এবং তদীয় অনুগামীগণ তাঁহার সহিত বাদানুবাদ আরম্ভ করেন। তখন তিনি ঐশীবাণী প্রাপ্ত হয়ে উক্ত বিশপ মহোদয়কে ও তাঁহার অনুগামীগণকে ধর্ম্মীয় সত্যতা পরীক্ষা করনার্থে প্রকাশ্য ধর্ম্ম সভায় প্রার্থনা করিবার জন্য আহ্বান করেন। এ বিষয়ে পবিত্র কোরানে বর্ণিত আছে যথা :— So whoever wrangleth with thee in this, after the knowledge that hath come to thee, then say, come let us call our sons and your sons, our wives and your wives, and our selves and your selves, then humbly pray togather and lay the curse of God on liars, (Holy Quran, Chapter III, Verse 54.) পবিত্র কোরান আরও ঘোষণা করছে They make their priests and hermits their Lords, instead of God, as well as the Messiah son of Mary, though they have been ordered to adore one God alone There is no God but He. Pure is He of what they join with him. (Holy Quran, Chapter IX Verse 31.)

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম নেতাদের জীবন চরিত পাঠ করলে আপনারা অবশ্যই জানতে পারবেন যে খৃষ্টান পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজকগণ এবং পোপ মহোদয়গণ খৃষ্টধর্ম্মকে উলট-পালট করে রেখে ছিলেন। মানুষের প্রাণ সত্য পাইতে চায়। তাহা যদি কোন প্রবল শক্তি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, মানবীয় বিবেক তাহা সহ্য করিতে পারে না। ঐসময় ক্ষমাপত্র বিক্রয় করিয়া খৃষ্টান পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজকগণ ভুড়ি মোটা করেছিলেন। পবিত্র কোরান ইহার প্রতিবাদ করছে— O ye who belive, verily, there are many priests and hermits, who swallow the wealth of men falsely, and keep them off from the path of God. (Holy Quran, Chapter III, Verse 34.)

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ আরও লক্ষ্য করুন, ঐ সময় খৃষ্টানগণ ঐশ্বরিক একত্ববাদ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং পোপ ও তাঁহার সঙ্গীগণকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়াছিলেন। পবিত্র কোরান তাহাদিগকে ঐশ্বরিক আসন হইতে নামাইয়া দিয়াছে যেমন আছে :—Assuredly it is infidelity in those who say, verily God, He is the Messiah, the son of Mary, while Messiah himself said, O ye children of Israel, worship God, my Lord and your Lord. (Holy Quran, Chapter V, Verse 76.)

তুলনা করুন যোহন ইনজিল, ২০ অধ্যায় ১৭ আয়েত।

হজরত যীশু খৃষ্টের ৩২৫ বৎসর পরে লাইসেন কাউন্সিল স্থাপন করিয়া পাদরীগণ বাইবেলের পবিত্র শিক্ষার বিরুদ্ধে এই মতবাদ খৃষ্টান ধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা ছিলেন পার্থিব জগতের ঈশ্বর,—লোকেরা সর্বদা তাঁহাদিগকে ঐশ্বরিক আসনে রাখিয়া পূজা করিত।

পবিত্র কোরান এ অন্ধকার কেটে দিয়ে এমন একটা আলো ধরেছে যে জগতবাসী প্রত্যেক নরনারী অতি সহজেই আপন আসল সৃষ্টি-কর্ত্তার নিকট যাইবার পথ দেখিতে পায়। কোরাণে লেখা আছে—Verily, it is infidelity in those who say God is the third of the three, for there is no God but one God, and if they will not stop saying what the say, those of them who do not believe will get a sure punishment, (Holy Quran, Chapter V, Verse 77).

পবিত্র কোরান আরও বলছে, And of those who say we are Christians, we took their convenant, but they forgot a great part of what they had been tought. (Holy Quran, Chapter V, Verse 17). ঈশ্বর (আল্লাহ) সর্বজীবের প্রভু। তিনি চান যে, মানুষ সত্য পথের অনুগমনে তাঁহার নিকট পৌছে। যখনই তিনি দেখেন যে মানুষ আর তাঁহার নির্দ্দেশিত সত্যে চলে না, তখনই তিনি একজন নবী অর্থাৎ ভাববাদী প্রেরণ করিয়া মানবজাতিকে সত্যের দিকে চালিত করেন। কোরান warner অর্থাৎ চেতনাদায়ক হিসাবে জগতবাসীকে চেতনা দিতেছে।

ধর্ম্মের এই সংস্কার আরম্ভ হওয়া মাত্রই পাদরীগণ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (ছঃ) নানা প্রকার দুর্নাম রটাইতে আরম্ভ করিল। যেমন লেখা আছে—Say, O ye people of the book, do ye blame us only became we believe in God and what hath been sent down unto us. and what hath been sent down before, and most of you are sinners. (Holy Quran, Chapter V, Verse 64).

হে আমাদের প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, আসুন, আমরা এই সত্য লইয়া একত্রিত হইয়া প্রার্থনা করি, মিথ্যা মতবাদে বিশ্বাসীর পরাজয় হউক।

ডাঃ হোসেন উদ্দিন খান,

অবৈতনিক ইসলাম প্রচারক, ইসলাম মিশন, ষ্টেশন রোড, ফরিদপুর।

আখবার-আহমদীয়া

করাচি ৪ঠা জুলাই—অদ্য হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মছিহ (আইঃ) পাকিস্তান এম্প্লয়িজ হাউসিং সোসাইটির অঞ্চলে নিজের একটি গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে আহমদী বন্ধু ও কর্ম্মিবৃন্দ ছাড়া সহরের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন।

* * *

রাবওয়াহ ৮ই জুলাই— অদ্য মৌলবী মোহম্মদ দীন সাহেব "কায়েম-মোকাম নাজেরে আলা" আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান কেন্দ্র রাবওয়াতে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নিজস্ব প্রেস "মৎবা জিয়াউল ইসলামের" দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই প্রেসে সর্ব্ব প্রথম ছুরে ফাতেহা মুদ্রিত করিয়া উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

* * *

কোড়া আহমদীয়া আঞ্জুমনের মৌলবী মজিরদ্দিন আহমদ সাহেবের স্ত্রী মোসাম্মাৎ ছালেহা খাতুন সাহেবা ২২শে আষাঢ়, ৭।৭।৫৪ ইং বুধবারে, তিন পুত্র রাখিয়া জান্নাতবাসী হইয়াছেন। "ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেউন" তিনি ধর্ম্মপরায়ণ পর্দানিশিন মহিলা ছিলেন সব ভাই তাঁহার আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করিবেন।

খাকছার—আফছার উদ্দিন ভূঞা, সেক্রেটারী, ক্রোড়া আঞ্জুমনে আহমদীয়া।

আগষ্ট মাসের ৪ তারিখ হইতে প্রাদেশিক আমীর হযরত মৌলবী মোহম্মাদ সাহেব জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন। এ যাবৎ আমরা যে সংবাদাদি পাইয়াছি তাতে জানা যায় যে তাঁহার অবস্থা আশংকাজনক। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমরা রীতিমত খবরাদি পাইতেছি না। যা' হউক বন্ধুগণের নিকট বিশেষ অনুরোধ যেন সকলই ব্যক্তিগত এবং জামাতি-ভাবে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য খাছভাবে দোয়া করেন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ছদকাও করেন। খাকছার—মোহম্মদ মোস্তাফা আলী, জেঃ সেক্রেটারী, ই, পি, এ, এ

* * *

স্থানীয় আঞ্জুমনে আহমদীয়ার প্রেসিডেণ্টগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে ইদানিং বন্যার দরুণ আহমদীগণে কিভাবে কত পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে ইহার বিস্তারিত বিবরণ অতিসত্বর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। যাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন তাদের পূর্ণ ঠিকানাও দিবেন। লোকজন, ঘরবাড়ী, জমি-জমা, ফসল, গরু বাছুর ইত্যাদির কথা বিশদভাবে লিখিবেন। খাকছার—মোহম্মদ মোস্তাফা আলী, জেঃ সেঃ, ই, পি, এ, এ

ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করিও না (দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

বিচারের পর এই কৃত্রিম ঈসাকে ক্রুশে দেওয়া হয়; আসল ঈসা ইবনে মরিয়ম অদ্যাবধি সশরীরে আকাশে বাস করিতেছেন; এবং কেয়ামতের পূর্ব্বে তিনি আবার এই পৃথিবীতে আসিবেন।

ছেলে ভুলান রূপ কথা হিসাবে এই গল্পটি মূল্যবান বিবেচিত হইতে পারে। তবে তফসীর হিসাবে ইহার মূল্য একটা কাণা কড়িও নহে।

'তাহারা ঈসাকে হত্যা করে নাই, ক্রুশেও নিহত করে নাই, কিন্তু তাহাদের নিকটে সমআকৃতি-বিশিষ্ট (হামশেকেল) করা হইয়াছিল,' আল্লাহ এই কথা বলিয়াছেন। কাহাকে কাহার সমআকৃতি-বিশিষ্ট করা হইয়াছিল? মৌলানা সাহেবান বলেন, যে ব্যক্তিকে ঈসার সমআকৃতিবিশিষ্ট করা হইয়াছিল, কোরআন করীমের কুত্রাপি তাহার উল্লেখ নাই; কিংবদন্তি হইতে এই ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এইভাবে সর্ব্বনামের প্রয়োগ মৌলানা সাহেবান ব্যতীত জগতের কেহই স্বীকার করিতে পারেন না। সর্ব্ব-নামের নিকটে যে নামের উল্লেখ থাকে, তাহাই উহার লক্ষ্যস্থল।

কোরআনের এই আয়াতে বা ইহার নিকটে 'ঈসা' ব্যতীত আর কাহারও উল্লেখ নাই। সুতরাং তাঁহাকেই 'সমআকৃতিবিশিষ্ট' করা হইয়াছিল। কাহার বা কিসের সমআকৃতিবিশিষ্ট করা হইয়াছিল? যেহেতু অপর কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম এই আয়াতে বা ইহার নিকটে নাই, তাঁহাকে অপর কাহারও সমআকৃতিবিশিষ্ট করা হয় নাই। এই আয়াতে 'হত্যা করা' ও 'ক্রুশে নিহত করা' অস্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, ঈসাকে নিহতের সমআকৃতিবিশিষ্ট করা হইয়াছিল; তিনি নিহতবৎ হইয়াছিলেন।

মৌলানা সাহেবান এই অর্থ গ্রহণ করেন না; তাহারা বলেন, অপর এক ব্যক্তিকে ঈসার সমআকৃতিবিশিষ্ট করা হইয়াছিল এবং পুলিশ ঐ কৃত্রিম ঈসাকে আদালতে হাজির করিয়াছিল।

প্রশ্ন এই, লোকে এই কথা জানিল কিরূপে? ইহার সাক্ষি কে ছিল? যে ব্যক্তিকে পুলিশ গেরেফতার করে, সে কখনও বলে নাই যে আমি অমুকের পুত্র অমুক, আমি মরিয়মের পুত্র ঈসা নহি, আমি রসুল বা মসীহ হইবার দাবী করি নাই, অনর্থক তোমরা আমাকে গেরেফতার করিতেছ কেন? আদালতের বিচারে যখন ক্রুশে দেওয়ার হুকুম হইল, তখদও সে এ কথা বলে নাই; ক্রুশে আরোহণের পরেও এ কথা বলে নাই। ক্রুশ কাষ্ঠে লটকান অবস্থায় তাহার শেষ চীৎকার ছিল, "এলী, এলী, লামা সাবাকথানী—প্রভু আমার, প্রভু আমার, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে কেন?" এ চীৎকার সত্যিকার ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত কৃত্রিম ঈসার হইতে পারে না। আল্লার কৃপা প্রাপ্তিতে দৃঢ় আস্থাবান ব্যক্তিই এইরূপ সঙ্কটের সময়ে আল্লাহকে এইভাবে সম্বোধন করিতে পারেন। যদি বল কৃত্রিম ঈসা শুধু দৈহিক আকৃতিতেই প্রকৃত ঈসার অনুরূপ হয় নাই, চিন্তায় এবং অনুভূতিতেও সমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইলে প্রশ্ন আসে, ইহুদি জাতির দাবীকে মিথ্যা বলিবে কি প্রকারে? সত্যিকার ঈসা ও কৃত্রিম ঈসা যদি সর্ব্বোতভাবে একই হইয়া থাকে, যেহেতু সত্যিকার ঈসাকে কেহই আকাশে আরোহণ করিতে দেখে নাই, সঙ্গতভাবেই ইহুদি জাতি দাবী করিতে পারে যে "আল্লার রসুল ও আল-মসীহ হইবার দাবীদার মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আমরা নিশ্চয়ই হত্যা করিয়াছি।"

আল্লাহ বলিয়াছেন, ঈসা ক্রুশে নিহত হন নাই, নিহতৎ হইয়াছিলেন; অথবা বলিয়াছেন যে, ক্রুশে নিহত হওয়ার ঘটনা সন্দেহজনক হইয়াছিল।

এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা "খাতামান-নবীঈন" পুস্তকে দেখুন। ২৪৬ পৃষ্ঠার বিরাট পুস্তক; মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

পাঞ্জাবের কাদিয়ানী বিরোধী দাঙ্গা তদন্ত আদালতের রিপোর্ট

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দাঙ্গার জন্য কাহারা দায়ী ?

দাঙ্গার জন্য দায়ী প্রথমতঃ করাচীর নিখিল পাকিস্তান মোছলেম দল সমূহের সম্মেলনের সদস্যগণ, লাহোরের মোছলেম দল সমূহের সম্মেলনের সদস্যগণ এবং যে সব ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান এই সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন তাঁহারা। নিখিল পাকিস্তান মোছলেম দল সমূহের করাচী সম্মেলনে প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারিত হয় এবং উহা কার্য্যকরী করার জন্য মজলিসে আমল গঠিত হয়। মজলিসে আমল ২২শে জানুয়ারী পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খওয়াজা নাজিমুদ্দীনকে দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য এবং অন্যথায় পদত্যাগের জন্য চরমপত্র প্রদান করে। এই চরমপত্র বিদ্রোহের নোটিশ ছাড়া আর কিছুই নহে। চরমপত্র দানের সময় মজলিসে আমলের সদস্যগণ ভালভাবেই জানিতেন যে তাঁহাদের দাবী প্রত্যাখ্যাত হইলে এবং প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হইলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা, হাঙ্গামা, গুলীবর্ষণ ও রক্তপাত হইবে। ঘটনা প্রবাহের পরিণতি অনেকটা এইরূপই দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং মজলিসে আমলের সদস্যরাই প্রতক্ষ্যভাবে উহার জন্য দায়ী। যে সব ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান, নেতা, দল ও ব্যক্তি করাচী সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে মজলিসে আমল তাহাদের এজেন্টরূপে কাজ করিয়াছে। সুতরাং তাহারা সকলেই দাঙ্গার জন্য দায়ী। প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থার প্রস্তাব গ্রহণ, প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রদত্ত চরমপত্র অনুমোদন এবং প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও লোকজন সংগ্রহের দরুণ লাহোরের মোছলেম দল সমূহের সম্মেলনের সদস্যগণও দাঙ্গার জন্য দায়ী।

জালিমাতে এছলামী বোর্ড একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। আশ্চর্য্যের বিষয় উহাও প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থা গ্রহণের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করে! করাচীর যে সম্মেলনে প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থা গ্রহণের ও মজলিসে আমল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহাতে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মওলানা সোলায়মান নদভী, সেক্রেটারী মওলানা মওলানা জাফর আহমদ ওসমানী এবং সদস্য মওলানা মোহাম্মদ শফী এবং মওলানা এহতেশামুল হকও উপস্থিত ছিলেন। মওলানা এহতেশামুল হক যে শুধু সম্মেলনের আহ্বায়কই ছিলেন তা নয়, তিনি মজলিসে আমলের সদস্যও ছিলেন। ইহারা সরকারী পদে বহাল ছিলেন এবং বেশ মোটারকম বেতন পাইতেন।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে, হইতে পারে আলেমরা তাঁহাদের নিজেদের জগতে বাস করেন এবং নিজেদের মান ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সবকিছুর বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কোন নীতির বলে বিশ্বস্তভাবে সরকারী পদে বহাল থাকিতে, সরকারী টাকা হইতে বেতন গ্রহণ করিতে এবং একই সময়ে সেই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক কার্য্যকলাপে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা আমাদের জানা নাই। তাঁহারা যদি কাদিয়ানী সমস্যা লইয়া এতই বিচলিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিজেদের নিয়োগকর্ত্তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থার প্রস্তাবে অংশ গ্রহণের পূর্ব্বে সৎলোকের ন্যায় সরকারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করাই তাঁহাদের উচিত ছিল।

তাঁহারা একথা কখনও প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার সাহস করেন নাই যে, প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থা গ্রহণের প্রস্তাবে তাঁহাদের সমর্থন ছিল না। প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থার নামে যে সব ঘটনা ঘটিতেছিল, তাঁহারা কখনও প্রকাশ্যভাবে তাহার নিন্দা করিবার সাহসও করেন নাই। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, সম্মেলনের অন্যান্য সদস্যের মত দাঙ্গার জন্য তাঁহারাও সম পরিমাণেই দায়ী।

জামাতে এছলামী

জামাতে এছলামির প্রতিষ্ঠাতা বিরাট উত্তেজনাময় মুহূর্ত্তে "কাদিয়ানী মসলা" প্রকাশ করেন। আমাদের মনে হয় প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থার প্রস্তাব কার্য্যকরী করার জন্য যে কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হয়, তাহার যৌক্তিকতা সম্পর্কে জামাতের কোন আস্থা ছিল না। জামাত বরাবরই মনে করিয়া আসিয়াছে যে, সততা ও আন্তরিকতার সহিত নিজেদের মনোভাবকে জন সমক্ষে তুলিয়া ধরিলে তাহাদিগকে জনপ্রিয়তা হারাইতে হইবে। মনোভাবের দিক হইতে অপর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সহিত তাহাদের কোন তফাত নাই। জনসাধারণের সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে—এরূপ কিছু করিতে অন্য সকলের মত তাহারাও ভয় করিত।

আহরারগণ 'প্রত্যক্ষভাবে দায়ী'

গণবিদ্রোহের সরঞ্জাম, স্বেচ্ছাসেবক, তহবীল, ঘাটী প্রভৃতি সংগ্রহের সাথে সাথে আহরারগণ লাহোরে মোছলেম দলসমূহের সম্মেলনের আলাপ আলোচনায়ও প্রভাব বিস্তার করে। এই সম্মেলন তাহারাই পরিচালনা করে। মজলিসে আমলে তাহাদেরই মনোনীত সদস্য ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মজলিসে আমলের যে সব সদস্য মনোনীত করে, তাহারাও প্রকৃতপক্ষে আহরার। তাছাড়া যাহাদিগকে গ্রেফতার করা ও জেলে পাঠান হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও আহরারদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সুতরাং দাঙ্গার জন্য প্রত্যক্ষভাবে তাহারাই দায়ী।

আহরারদের কার্য্যকলাপের জন্য তাহারা তীব্র নিন্দা ও কঠোর তিরস্কারের যোগ্য! তাহারা জনসাধারণের ধর্ম্মীয় মনোভাব ও অনুভূতিকে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাছেলের কাজে নিয়োগ করে। এই জঘন্য কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে নিন্দা করার ভাষা নাই। আহরারদের কাজে কর্ম্মে আন্তরিকতা আছে—একথা কেবল তাহারা নিজেরাই বিশ্বাস করিতে পারে, কারণ তাহাদের অতীত কার্য্যকলাপ এত অসামঞ্জস্যজনক যে নির্ব্বোধ না হইলে কেহ তাহাদের ধর্ম্মীয় প্রচারণায় বিভ্রান্ত হইতে পারে না।

"পাকিস্তানের দুশমন"

খওয়াজা নাজিমুদ্দীন আহরারগণকে পাকিস্তানের দুশমন আখ্যা দেন। অতীত কার্য্যকলাপের জন্য তাহারা এই আখ্যা পাওয়ার খুবই উপযুক্ত। নয়ারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাহারা যে উহার দুশমন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা তাহাদের পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপের দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। যে দল পাকিস্তান, মোছলেম লীগ ও উহার নেতৃবৃন্দের বিরোধী এবং কংগ্রেসের ক্রীড়নকেরও অধম ছিল, সে দল তাহাদের বিরোধিতা সত্বেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কিভাবে তাহাদের অতীত আদর্শকে বর্জ্জন করিতে পারে এবং রাতারাতি মত বদলাইয়া তাহাদের বিরোধিতা সত্বেও প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে এছলামের একাধিপতি সাজিতে পারে? আহরারগণ কি দেশবিভাগের পরেই তাহাদের প্রকৃত আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিল? যে সব দল ও লোক মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমি দাবী করিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে ঘোর সংগ্রামে লিপ্ত থাকার সময় কোথায় ছিল তাহাদের পাকিস্তানকে এছলামী রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া তোলার ধুয়া? পত্রিকায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা ঠিক নহে যে এখনও তাহারা কংগ্রেসের অনুগ্রহভাজন এবং ভারতের একমাত্র মোছলেম দলের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে? তাহাদের ভারতীয় সহযোগীরা—যাঁহারা নিজেদেরকে এখনও আহরার বলিয়া আখ্যায়িত করেন—তাঁহাদিগকে কি কংগ্রেস কাশ্মীরের বখশী শাসন মানিয়া লওয়ার ব্যাপারে কাশ্মীরীদের উৎসাহ দানের কাজে নিয়োগ করে নাই? এসব সত্য হইলে পাকিস্তানে যাহারা নির্ব্বোধ কেবলমাত্র তাহারাই তাহাদের ধর্ম্মপ্রীতির কথায় ভুলিতে পারে।

আহমদিয়া

দাঙ্গার জন্য আহমদিয়াগণ প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নয়। কারণ মোছলেম দল সমূহের সম্মেলন প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থার প্রস্তাব অনুসারে যে কার্য্যসূচী গ্রহণ করে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক তাহার বিরুদ্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থার ফলেই দাঙ্গা হয়। কিন্তু আহরারদের দাবী-দাওয়াগুলি সবই ছিল আহমদিয়া সংক্রান্ত। আহমদিয়াদের অদ্ভুত বিশ্বাস ও কার্য্যকলাপ এবং অন্যান্য মুছলমান ও তাহাদের পার্থক্যের উপর তাহারা যে গুরুত্ব আরোপ করিত তাহার ফলেই এই দাবী ওঠে। অর্দ্ধশতাব্দি যাবৎ অন্যান্য মুছলমানদের সহিত তাহাদের মতবিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। দেশ বিভাগের পূর্ব্বে তাহারা অবাধে তাহাদের প্রচারণা ও দীক্ষাকার্য্য চালাইত। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন হয়। এছলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্ম বা এছলামের কোন মজহাবী মতবাদ প্রকাশ্যভাবে প্রচারের সীমা সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট কোন নীতির অস্তিত্ব না থাকায় আহমদিয়াগণ যদি কখনও মনে করিয়া থাকে যে, নয়ারাষ্ট্রে তাহাদের কার্য্যকলাপ কেহ লক্ষ্য করিবে না বা উহাতে অসন্তুষ্টও হইবে না, তাহা হইলে তাহাদের বোকামী হইয়াছে। যাহা হউক, পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ফলে আক্রমণাত্মক প্রচারণা এবং বিদ্বেষ প্রসূতভাবে অ-আহমদি

মুছলমানদের প্রসঙ্গের অবতারণা সমানে চলিতে থাকে দীক্ষা দানের অভিযানে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করাকে আহমদী অফিসারগণ ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এই সব অফিসারের কার্য্যকলাপ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং যে নীতি তাহাদিগকে পালন করিয়া চলা উচিত সে সম্পর্কে তাহাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক। সুতরাং আহমদিয়াগণ দাঙ্গার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী না হইলেও তাহাদের কার্য্যকলাপই তাহাদের বিরুদ্ধে সাধারণ বিক্ষোভের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আহমদিয়া বিরোধী মনোভাব এত প্রবল না হইলে আহরারগণ কখনও পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সমর্থন লাভে সক্ষম হইত না।

মোছলেম লীগ

তদন্ত আদালত জানিতে পারিয়াছেন যে, মোছলেম লীগের সদস্যরাও অর্থ এবং স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিভিন্ন জেলার প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থা কমিটির নেতা বা সদস্য ছিলেন এবং দাঙ্গা আরম্ভ হইলে নিজেরাও আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়েন। মোছলেম লীগের প্রায় ৩৭৭ জন সদস্য বিক্ষোভে যোগদান করেন। একমাত্র মিয়ানওয়ালী ছাড়া আর সব জেলার পক্ষেই একথা খাটে।

২৭শে জুলাই প্রাদেশিক মোছলেম লীগ কাউন্সিলের বৈঠকে ২৮৪—৮ ভোটে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তদন্ত আদালত রিপোর্টে তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, খতমে নবুয়ত মতবাদ সম্পর্কে মুছলমান ও কাদিয়ানীদের মধ্যে মৌলিক বিরোধ রহিয়াছে। এই বিরোধের জন্যই কাদিয়ানীদিগকে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে অমুছলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘোষণার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবের সহিত গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক ও আইনগত সমস্যা জড়িত রহিয়াছে। গভীর মনোযোগ সহকারে এই সমস্যা বিবেচনা করা দরকার। এই প্রস্তাব পূর্ণ আস্থা সহকারে পাকিস্তান গণপরিষদের নেতৃবৃন্দের বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দওলতানার বক্তৃতা

প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া জনাব দওলতানা একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় পরিষ্কারভাবেই বোঝা গিয়াছে যে মোছলেম লীগ এবং জনাব দওলতানা ব্যক্তিগতভাবে কাদিয়ানীদিগকে অমুছলমান বলিয়াই মনে করিতেন।

দাবীগুলি এইভাবে যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ার পর কেন্দ্রের নিকটই এ সম্পর্কিত সকল আবেদন-নিবেদন ও প্রতিবাদ জানাইতে হয় এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ নিখিল পাকিস্তান মোছলেম লীগের নেতা এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খওয়াজা নাজিমুদ্দীনকে লক্ষ্য করিয়াই এই দাবী আদায়ের জন্য বা উহার সমর্থনে সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন চালাইতে হয়। খওয়াজা নাজিমুদ্দীন ইচ্ছা করিলে এই দাবী পাটি বৈঠকে এবং অনুরূপভাবে গণপরিষদেও পাশ করাইয়া লইতে পারিতেন।

দাবী আদায়ের জন্য যে সব দল আন্দোলন চালাইতেছিল অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকারই তাহাদের লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়ায়। খওয়াজা নাজিমুদ্দিনই তখন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। খওয়াজা নাজিমুদ্দিন যদি এই দাবী মানিয়া লইতে অক্ষম হইয়া থাকেন তবে তাহার জন্যই "প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থা" অবলম্বন করা হয় এবং দাঙ্গা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাহা ঘটিয়াছে, তজ্জন্য নিখিল পাকিস্তান মোছলেম দল সমূহের সম্মেলনের মত মোছলেম লীগও দায়ী।

প্রাদেশিক লীগ নেতার পদে প্রধানমন্ত্রী

তদন্ত আদালতের রিপোর্টে বলা হইয়াছে এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কতকগুলি অদ্ভুত ব্যবস্থার ফলে প্রাদেশিক মোছলেম লীগের নেতা প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীও বটে। কিন্তু কোন্ নীতির বলে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা আমাদের জানা নাই। সুতরাং এরূপ হইতে পারে এবং এক্ষেত্রে এরূপ হইয়াছিল যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার মোছলেম লীগ নেতার হাতেই ছিল। রাজনীতিবিদ নীতি নির্দ্ধারণ করেন, কিন্তু শাসককে রাজনৈতিক গুরুত্ব বিচার না করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আইন প্রয়োগ করিতে হয়।

পাঞ্জাব জননিরাপত্তা আইন

মোছলেম লীগের নির্ব্বাচনী এশতেহারে পাঞ্জাব জননিরাপত্তা আইনের নিন্দা করা হইয়াছিল এবং সাধারণভাবে উহা দমন নীতি বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় এই আইন রহিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল।

আহমদী এবং অ-আহমদীদের বিরোধের ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। তখন অফিসারগণ এই আইনের এক একটি ধারা অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য মন্ত্রিসভার নিকট সোপারেশ করিলেন। মোছলেম লীগ নেতা ও প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী মোছলেম লীগের আদর্শ অনুসারেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন; কিন্তু শাসন কার্য্যের দিক হইতে তিনি ভুল করিলেন। জনাব দওলতানা বরাবরই পাঞ্জাব জননিরাপত্তা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন।

শাসকের নতি স্বীকার

ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, কিন্তু সরকারের পক্ষ হইতে উহার কোন প্রতিবাদ না হওয়ায় অভিযোগকারীরা জনসাধারণের প্রশংসার পাত্র হইয়া দাঁড়ান। প্রধানমন্ত্রী এই সময় কেবল এই কথাই ভাবিতেছিলেন যে, তাঁহার দলের উপর এই জনমতের কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। এই সময় 'কূপ' ঘটনার সংবাদ আসিল। এই ঘটনায় পুলিশের বলপ্রয়োগ করিতে হয়। ফলে কয়েকজন হত হত হয়। পরে হাইকোর্টের জনৈক জজের তদন্তে পুলিশের বলপ্রয়োগের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইলেও সংবাদ আসার সঙ্গে সঙ্গে জনমত তীব্র নিন্দামুখর হইয়া উঠিল। ফলে শাসককে রাজনীতিবিদের নিকট নতি স্বীকার করিতে হইল। এই সময় অপরাধীদিগকেই যে শুধু মুক্তি দেওয়া হইল তাহা নহে; উপরন্তু ১৪৪ ধারা এবং বিচারাধীন সকল মামলা প্রত্যাহার করা হইল। ইহার পর আহরার বা অন্যান্য বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই।

দওলতানার বিবৃতি

একই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া জনাব দওলতানা ১৯৫৩ সালের ৬ই মার্চ্চ একটি বিবৃতি দেন। রাজনৈতিক চাল ছাড়া ইহা আর কিছুই নয়; তিনি সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত লইয়া এই বিবৃতি দেন নাই। ১০ই মার্চ্চ জনাব দওলতানা নিজেই এই বিবৃতি প্রত্যাহার করেন। জনাব দওলতানা এই বিবৃতির তাৎপর্য্য একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। এই বিবৃতির ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যে কি মুশকিলে পড়িবে তাহাও তিনি ভাবেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার যে অসুবিধায়ই পড়ুন না কেন, এমন কিছু একটা করা দরকার যাহাতে তাঁহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

'শিশু রক্ষণাবেক্ষণ'

আদালতে সাক্ষ্যদানকালে খওয়াজা নাজিমুদ্দিন একটি চমৎকার উপমা ব্যবহার করেন যে, জনাব দওলতানা চাহিয়াছিলেন যে, তিনি "শিশু রক্ষণাবেক্ষন" করুন। দাবীগুলিকে শিশুর সহিত তুলনা করিলে অল্প কয়েকটি কথায় দাঙ্গার জন্য কে বা কাহারা দায়ী তাহা বর্ণনা করা যায়। উহা এই যে, আহরারদের একটি শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। তাহারা শিশুটি আলেমদিগকে দিলেন। আলেমগণ উহার লালন-পালনে সম্মত হইলেন। কিন্তু জনাব দওলতানা দেখিলেন যে, শিশুটি প্রদেশে লালিত-পালিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উহা নানারূপ অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। এই জন্য তিনি উহাকে মীর নুর আহমদের সহায়তায় খনিত একটি খালে ফেলিয়া দিলেন। সংবাদপত্র এবং জনাব দওলতানার নিজের প্রচারণার জোয়ারে জমিয়া উহা মুসার মত খওয়াজা নাজিমুদ্দিনের নিকট পৌছিল। খওয়াজা নাজিমুদ্দিন শিশুটির আপাতঃ সুন্দর চেহারার মধ্যে অশুভ লক্ষণ দেখিতে পাইলেন এবং উহাকে কোলে না তুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি চীৎকার ধ্বনিতে তাহার জন্মস্থান মুখর হইয়া উঠিল; ফলে খওয়াজা নাজিম উদ্দিন ও দওলতানা তাঁহাদের পদ হইতে অপসারিত হইলেন।

চূড়ান্ত পর্য্যালোচনা

তদন্ত আদালতের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, সকলেই স্বীকার করেন যে, আহরারদের দলটি ছিল ধ্বংসাত্মক। এই জন্য কতিপয় সরকারী কর্ম্মচারী ইহাকে বেআইনী ঘোষণার সোপারেশ করেন। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীদের কোন সম্মেলন হইলে তাহাদিগকে হয় তাহাদের কঠোর মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে বলা হইত, আর নয় ভদ্রতার খাতিরে তাঁহারা প্রতিবাদে বিরত থাকিতেন।

১৯৫২ সালের ২৫শে মে এইরূপ একটি সম্মেলন হয় এবং উহাতে আহরার ও আহমদীদের সভা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহাতে কোনই ফল হয় নাই।

এই সিদ্ধান্তের দ্বারা আহরারদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে ১৩ই জুলাই একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তাহাদিগকে সকল মোছলেম দলের আলেমদের সহিত হাত মিলাইতে দেওয়া হয়। এইভাবে আহরারগণ জনসাধারণের সহানুভূতি লাভে সক্ষম হয়।

আহরারগণ যখন দেখিল যে, তাহাদের সভা সমিতি নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং কয়েকজনকে আইনে সোপর্দ্দ করা হইয়াছে, তখন তাহারা এই মর্ম্মে একটি বিবৃতি দিল যে, তাহারা কখনও হিংসা বা বিদ্বেষাত্মক প্রচারণা চালায় নাই বা এরূপ প্রচারণা চালাইবার ইচ্ছাও তাহাদের নাই। সরকার ইহাকে আহরারদের ক্ষমা প্রার্থনা বলিয়া ধরিয়া লইলেন, ফলে তাহারা প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিবের কুৎসা গাহিবার সুযোগ পাইল। এই সময় জনাব দওলতানাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে, আহরারগণ তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছে না। কিন্তু তাঁহার নিকট আহরারদের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের সোপারেশ করা হয় নাই। এ সম্পর্কে ১৯৫২ সনের ২৪শে ডিসেম্বর এক সম্মেলনে কেবলমাত্র সাধারণ আইনের মর্য্যাদা রক্ষার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহা অত্যন্ত হাস্যকর।

১৯৫২ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় সরকার এক পত্রে প্রাদেশিক সরকারকে জানাইলেন যে, বিদ্বেষাত্মক মজহাবী মতবাদকে কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার জানাইলেন যে, আহরারদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে, এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে পরিস্থিতির উন্নতির আশা নাই। প্রাদেশিক সরকার জানিতেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার আহরারদের দাবী মানিয়া লইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার উহা প্রত্যাখ্যানই করিবেন। কিন্তু তৎসত্বেও প্রাদেশিক সরকার এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে। কিন্তু খওয়াজা নাজিমুদ্দিন একথা খোলাখুলিভাবে বলিতে চাহেন নাই যে, তিনি দাবী প্রত্যাখ্যান করিবেন। কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ইহার ফলে আলেমদের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সংঘাত সৃষ্টি হইবে। আলেমদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল।

সাধারণ একটি নিষেধাজ্ঞা জারীর ফলে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫২ সালের জুলাই মাসের পরে আহরার বা আলেমগণ যাহা করে তৎপ্রতি উদাসীনতার জন্য পরিস্থিতির অবনতি হয়। আহমদিয়াগণ অমুছলমান বলিয়া পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী যে মন্তব্য করেন তাহার দ্বারা আন্দোলনে উৎসাহ দান করা হয়।

আন্দোলনের বিস্তার সাধনের ব্যাপারে পাবলিক রিলেশন্স দফতরের ডিরেক্টর মীর নূর আহমদ সংবাদপত্রগুলিকে প্ররোচনা দান করেন। জনাব দওলতানা এবিষয়ে অবহিত না থাকিয়া পারেন না।

মজলিসে আমলের চ্যালেঞ্জের প্রতি কোন সরকারই গুরুত্ব দেন নাই। খওয়াজা নাজিমুদ্দিন শেষ পর্য্যন্ত এই আশাই করিতেছিলেন যে, ঘটনাবলীর শুভপরিণতি দেখা দিবে। কিন্তু করাচীতে বিক্ষোভ শুরু হইবে মনে করিয়া প্রাদেশিক সরকার খুশীই হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

শেষে চরমপত্র যখন প্রত্যাখ্যাত হয় তখনও পরিস্থিতিকে শান্তিপূর্ণ বলিয়াই মনে করা হইয়াছিল।

আদালতের দৃঢ় বিশ্বাস, আহরার আন্দোলনের উপর কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ না করিয়া উহাকে নিছক শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রশ্নরূপে বিবেচনা করিলে একজন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং একজন পুলিশ সুপারের পক্ষেই উহার মোকাবেলা করা সম্ভব হইত।

হাদীস-সংগ্রহ

সঙ্কলক—মৌঃ মোহাম্মাদ

পূর্ব্বানুবৃত্তি

ঈমান

২২। আমর বিন শোয়াব তাহার পিতা তাহার পিতামহ হইতে বর্ণিত করিয়াছেন যে, রসুল (দঃ) প্রশ্ন করিলেন, "সৃষ্টির মধ্যে তোমাদিগের নিকট ঈমান অতীব প্রিয় কে? তাঁহারা (সাহাবাগণ) উত্তর করিলেন, "ফেরেস্তাগণ," তিনি বলিলেন, "ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে যে তাহারা ঈমান আনিবে না, যাহারা তাহাদিগের রবের সান্নিধ্যে (আছে)?" তাহারা উত্তর দিলেন, "তাঁহারা নবীগণ।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাদিগের কি হইয়াছে যে তাহাদিগের উপর ওহি অবতীর্ণ হয় অথচ তাহারা ঈমান আনে না?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "ইহা আমরা।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কিরূপ যে তোমরা বিশ্বাস আনিবে না যখন আমি তোমাদের পশ্চাদ্দেশ মধ্যে হইব?" আল্লাহ্‌র রসুল বলিলেন, "নিশ্চয়ই সৃষ্টির মধ্যে আমার নিকট ঈমানে সব থেকে প্রিয় এক জাতি, যাহারা আমার পরে আসিবে। তাহারা লিখিত প্রত্যাদেশ দেখিবে যাহার মধ্যে পুস্তক (অর্থাৎ পবিত্র গ্রন্থ কোরআন নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা) হইবে। উহার মধ্যে যাহা (পাইবে) তাহাতে তাহারা বিশ্বাস আনিবে।" (বাইহাকী)।

রসনার সংযম

১। সহল বিন সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন: রসনা ও দন্তের মধ্যে যাহা আছে (অর্থাৎ কথা) এবং দুই পদের মধ্যে যাহা আছে (অর্থাৎ কাম), উহাদের সম্বন্ধে যে কেহ আমার নিকট জামিন হয় আমি তাহার স্বর্গের জন্য জামিন হইতেছি। (বুখারী)।

২। আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন: কোন মুসলমানের পরোক্ষে নিন্দা করা পাপ এবং তাহাকে হত্যা করা কুফর। (বুখারী ও মোস্লেম)।

৩। ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন: কেহ তাহার ভাইকে কাফের কহিলে, উভয়ের মধ্যে একজনের উপর উহা (আরোপিত পাপ) উর্ধে। (ঐ)

৪। আবু জার (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন: কোন ব্যক্তি অপর একজনের উপর পাপ বা কুফর আরোপ করে না পরন্তু আরোপিত পাপগুলি তাহার (আরোপকারীর) উপর ফিরিয়া যায়, যদি কথিত ব্যক্তি ঐ প্রকারের না হয়। (বুখারী)।

৫। ঐ বর্ণিত: যখন কেহ কোন ব্যক্তিকে কাফের বা আল্লাহর দুষমন বলে অথচ কথিত ব্যক্তি ঐরূপ না হয় তখন আরোপিত পাপ আরোপকারীর উপর ফিরিয়া যায়। (বুখারী ও মুস্লেম)।

৬। আনাস এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন: দুই জন নিন্দুক পরস্পরের সম্বন্ধে যাহা কহে (উহার পাপ) সুচনাকারীর উপর সীমাবদ্ধ থাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দ্বিতীয় ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে। (মুস্লিম)

৭। আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন: যখন কোন ব্যক্তি কহে, "মানুষ সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে", ঐ ব্যক্তিই তাহাদিগের মধ্যে অগ্রগামী যাহারা বিনষ্ট হইয়াছে। (মুস্লিম)

৮। হোজায়ফা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুল (দঃ) বলিয়াছেন: ফেৎনা সৃষ্টিকারী বেহেস্তে প্রবেশ লাভ করিবে না। (বুখারী ও মোস্লেম)। মোস্লেমের আর এক বর্ণনায় আছে—কুৎসা রটনাকারী মুসলমান।

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। কেহ ইচ্ছা করিলে পাক্ষীক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and Published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca. Editor, G. S. Khadim, B. L.